করোনাভাইরাস বিদ্ধ বিশ্ব
সচেতনতা আসুক সর্বত্র

প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১২ ❖ ২৯ মার্চ - ৪ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রভুর সাথে ক্রুশের পথে

তোমরা ছিলে, তোমরা আছো, তোমরা থাকবে আমাদের হৃদয় মাঝে

২১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মতি ম্যাথিও পালমা (মাস্টার)
আগমন : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান : ১৯ মে, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

তোমার আগমনে প্রকৃতির বীণায় বেজে ওঠেছিল এক আহ্বানের সুর, সেই সুরে আমাদের সবার কণ্ঠ এক করে তোমাকে নিবেদন করছি শ্রদ্ধার্ঘ্য। একুশটি বছর অতিবাহিত হচ্ছে তুমি নেই। কিন্তু তোমার আদর্শ, তোমার পদচারণা, তোমার স্মৃতি সবই আমাদের মানসপটে আজও অনুরণিত হচ্ছে। তুমি ছিলে যেন শক্তিশালী এক বটবৃক্ষ, যার ছায়াতল ছিল আমাদের নিরাপদ আশ্রয়। তোমার শাখা-প্রশাখা আমরা সবাই তো আছি এবং তোমার সুমহান পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমারই মত জীবন যাপনে ব্রতী হয়েছি। তোমার স্নেহপূর্ণ শাসন, ভালবাসাপূর্ণ যত্ন, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের জীবনকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। তাইতো জীবন চলার পথ কঠিন, রূঢ় এবং দুঃসহময় হলেও তোমার আদর্শ স্মরণ করে প্রেরণা লাভ করি। তাই তোমাকে জানাই আমাদের শতকোটি প্রণাম। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা যে কোন, বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে তাঁরই পথে সাহসের সাথে এগিয়ে চলতে পারি।

২য় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্লারা ক্লেমেন্টিনা ছেড়াও
আগমন : ৬ মার্চ, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান : ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

তুমি ছিলে আমাদের নিরাপদ আশ্রয়, তোমার কোল ছিল অভয়াশ্রম। তাইতো তোমাকে নিয়ে যখনই ভাবি, শূন্যতায় বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। তোমার উপস্থিতিই ছিল আমাদের অনুপ্রেরণা এবং জীবন চলার পাথেয়। তোমার নীরব সেবা, গভীর আধ্যাত্মিকতা, ধৈর্যশীলতা, শান্তিময়তা, ভালবাসাময় স্পর্শ সবই তো প্রতিনিয়ত অনুভব করি। সবই চলছে আগের মতোই। কিন্তু তুমি তো নেই। তোমার সহানুভূতিপূর্ণ ভালবাসা, আদর যত্ন, প্রতিনিয়ত সবার প্রতি বিশেষ যত্ন-আর কে নেবে? তুমিও নেই, দাদাও নেই, সানিও নেই- রইলাম শুধু আমরা। আমাদের স্মৃতিতে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তোমরা স্মরণীয়, বরণীয় এবং আমাদের চলার পথের আদর্শ ও শক্তি। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো যেন আমাদের চলার পথ সুগম হয়। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবাই যেন তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঈশ্বর নির্ভরশীল হতে পারি।

২য় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত সানি প্লাসিড পালমা
আগমন : ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান : ২৯ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

স্মৃতিময় উনত্রিশ

(প্রয়াত ছোট ভাই সানির স্মরণে)

"আসি বলে আমায় ফেলে সেই গেল ভাই,
ত্রিভুবনে কোথায় গেলে ভাইয়ের দেখা পাই।
দেব তোরই সমাধিতে আমি মায়ের হাতের মালা"
সময়ের স্রোত এসে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় বছরে,
হৃদয়ের মণিকোঠায় মাঝে মাঝে
হঠাৎ করেই তোর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।
বুকের ভেতরটা যেন হুহু করে কেঁদে উঠে,
খুব নিঃস্ব লাগে পৃথিবীটাকে।
সবই চলছে তার আপন নিয়মে,
কিন্তু তোর অনুপস্থিতিতে আজও শূন্যতায় ভরে থাকে।
কেন জানি তোকে খুব বেশি মনে পড়ে
হয়তোবা আজ তুই মাটির সাথে মিশে আছিস,
যে মাটি তোর অস্তিত্বকেও কেড়ে নিয়েছে।
কিন্তু তোর অস্তিত্বকে আমরা হারিয়ে যেতে দেইনি,
তোর প্রতিটি স্মৃতি মনের ফ্রেমে শক্ত করে বাঁধাই করে রেখেছি।
তোর ছায়া যেন আমাদের সাথে-সাথেই পথ চলছে,
ঈশ্বর তোকে স্বর্গসুখ দান করুক এই প্রার্থনা ঈশ্বরের চরণে।

তোমাদেরই শোকাহত আমরা-

জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, নাথান, জোভানা, এথেনা, ভিয়ান, ডিলেন, জয়েস, শুভ্রা, সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ, টনি, লিমা-ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ববি, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, দিলীপ-কনিকা, কানন-ষ্টিফেন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও সুব্রত-রেনু।

হারবাইদ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/৬৪/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ১২
২৯ মার্চ - ৪ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১৪ - ২১ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

করোনাভাইরাসে আতঙ্ক নয় প্রয়োজন সচেতনতা

মহামারির রূপ নিয়ে বিশ্ব জুড়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস বা কোভিড ১৯। জানুয়ারিতে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রাদুর্ভাব ঘটা এই ভাইরাস মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে আজ বিশ্বের ১৮০টিরও বেশি দেশে দুর্যোগ হয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। ভয়াবহতা থেকে আতঙ্কই মানুষকে বেশি দুর্বল করে দিচ্ছে। আর করোনাভাইরাসকে নিয়ে ছড়াচ্ছে গুজব ও রটনা। তবে করোনাভাইরাসকে কোনভাবেই হালকা ভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। এ ভাইরাসের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার প্রধান হাতিয়ার হলো সচেতনতা। কোভিড ১৯ এর শুরুর দিকে লক্ষণগুলো হলো - জ্বর, ক্লান্তি ভাব, শুষ্ক কাশি, শরীর ও গলা ব্যথা, নাক দিয়ে পানি পড়া, নাক বন্ধ, পাতলা পায়খানাও হতে দেখা যায়। সময়ের সাথে সাথে শ্বাসকষ্টও হতে পারে। তবে অনেকের ক্ষেত্রে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও কোনো রকম লক্ষণ প্রকাশ পায় না। প্রকাশ পায় খুব বেশি মারাত্মক হলে। এজন্য এ ভাইরাস বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। কোভিড ১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত কণার মধ্যে এই ভাইরাসটি থাকে। আক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচি-কাশি দিলে তিন ফুটের মধ্যে কেউ থাকলে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। এই ভাইরাস বাতাসে ছড়ায় না; কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত কণার মাধ্যমে ছড়ায়। কণাটি ভারি হওয়ায় এটি বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে না। তাই মাটি, মেঝে বা অন্যকোন বস্তুর উপর তা পড়ে; যেখানে তা দীর্ঘ সময় জীবিত থাকতে পারে। আর স্পর্শের মধ্য দিয়ে তা সংক্রমিত হতে পারে। করোনাভাইরাস সম্পর্কে জেনে নিয়ে তা প্রতিরোধ করা সম্ভবপর। তবে তাতে সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ লাগবে।

একমাস আগেও আমাদের দেশ খুব একটা করোনাভাইরাস ঝুঁকিতে ছিলো না। কিন্তু খুব দ্রুতই চিত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশ করোনাভাইরাসে চরম ঝুঁকিতে রয়েছে। আর সে ঝুঁকিটা দিন দিন আমরা বাড়িয়ে তুলছি। করোনা বিস্তার রোধে সরকার বর্তমান সময়ে কিছুটা কঠিন অবস্থানে যাচ্ছে। যা দেরিতে হলেও মঙ্গল আনবে। আরো আগে কঠিন হলে এই ঝুঁকিও মোকাবেলা করতে হতো না। পৃথিবীর অনেক উন্নত ও শিক্ষিত দেশ করোনাভাইরাসে নেতিয়ে পড়েছে সরকারের নির্দেশ না মানার কারণে। বাংলাদেশের মতো দেশতো আরো ভঙ্গুর অবস্থানে। তাই সকলকে সচেতন হতে হবে। সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে হবে। সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে মাস্ক, ঔষধ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সামগ্রী সহজলভ্য করতে। একইসাথে জনগণের জীবনাচরণ পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যবিধি মানতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তা নাহলে আমাদেরকেও করুণ পরিণতির দিকে যেতে হবে।

করোনা মানেই মৃত্যু নয় বা আতঙ্কের কিছু নেই। তবে আমাদের সাবধানবশতঃ কিছু নিয়মাবলি মেনে চলতে হবে। সরকার ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যে নির্দেশ প্রতিনিয়ত দিয়ে যাচ্ছেন তা পালন করা কাম্য। করোনা পরবর্তী সময় আরো বেশি ভয়ংকর হতে পারে - এ ব্যাপারে এখন থেকেই জনগণ ও সরকারকে সচেতন হতে হবে এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না করোনার কারণে অনেকে বেকার হবে, স্বল্প আয়ের মানুষ খাদ্য যোগানে হিমশিম খাবে, দরিদ্ররা অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই করতে গিয়ে চুরি, ডাকাতির মতো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে। সংকটকালে যেহেতু কাজের পরিমাণ কমে যাবে তাতে পরবর্তী সময়ে খাদ্য স্বল্পতা দেখা দিবে। বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করেও প্রয়োজন মেটানো সম্ভব না ও হতে পারে। তাই এখনই সময় যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও সাবধানে এগিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করার। সকল পরিকল্পনার সাথে আমাদের অবিরাম প্রার্থনা থাকুক যেন দয়ালু ঈশ্বর পৃথিবী থেকে এ করোনাভাইরাস দূর করেন। ক্রুশবিদ্ধ যিশু করোনাভাইরাস বিদ্ধ বিশ্বকে সামনে এগিয়ে চলতে সহায়তা দান করুন॥ ✝

মঙ্গলবাণী

"যিশু তাঁকে বললেন, 'আমি পুনরুত্থান ও জীবন: আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। আর জীবিত কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনও মরবে না।" - যোহন ১১:২৫

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৯ মার্চ - ৪ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২৮ মার্চ, শনিবার
জেরেমিয়া ১১: ১৮-২০, সাম ৭: ১-২, ৮-১১, যোহন ৭: ৪০-৫৩

২৯ মার্চ, রবিবার
এজেকিয়েল ৩৭: ১২-১৪, সাম ১৩০: ১-৮, রোমীয় ৮: ৮-১১, যোহন ১১: ১-৪৫ (অথবা ৩-৭, ১৭, ২০-২৭, ৩৩-৪৫)

৩০ মার্চ. সোমবার
দানিয়েল ১৩: ১-৯, ১৫-১৭, ১৯-৩০, ৩৩-৬২, (অথবা ১৩: ৪১-৬২), সাম ২৩: ১-৬, যোহন ৮: ১-১১

৩১ মার্চ, মঙ্গলবার
গণনা ২১: ৪-৯,সাম ১০২: ১-২, ১৫-২০, যোহন ৮: ২১-৩০

১ এপ্রিল, বুধবার
দানিয়েল ৩: ১৪-২১, ২৩-২৪, ২৬, ২৮, সাম : যুবকত্রয়ের গীতিকা (দানিয়েল) ৩: ৫২-৫৬, যোহন ৮: ৩১-৪২

২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
আদি ১৭: ৩-৯,সাম ১০৫: ৪-৯, যোহন ৮: ৫১-৫৯
পাওলা'র সাধু ফ্রান্সিস, সন্ন্যাসী-এর স্মরণ দিবস পালন করা যেতে পারে।

৩ এপ্রিল, শুক্রবার
জেরেমিয়া ২০: ১০-১৩, সাম ১৮: ১-৬, যোহন ১০: ৩১-৪২

৪ এপ্রিল, শনিবার
এজেকিয়েল ৩৭: ২১-২৮, সাম (জেরেমিয়া) ৩১: ১০-১৩, যোহন ১১: ৪৫-৫৬
সাধু ইসিদোর, বিশপ ও আচার্য-এর স্মরণ দিবস
বিশপ থিওটনিয়াস গমেজ, সিএসসি বিশপ-পদাভিষেক দিবস

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৮ মার্চ, শনিবার
+ ২০০৫ সিস্টার এম.মিডা মুলভে আরএনডিএম (ঢাকা)

২৯ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৯৩ সিস্টার আঞ্জেলা সিম্মাহ্ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

৩০ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৬০ ফাদার রেমন্ড ক্লেমেন্ট সিএসসি
+ ১৯৮৯ ফাদার যাকোব জে. এসেলবোর্ণ এমএম
+ ২০১০ সিস্টার মেরী জিতা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

৩১ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯০৯ ফাদার লিয়ন বাডিয়ের সিএসসি
+ ২০০৬ ব্রাদার ফারনান্ড মাডোর সিএসসি

২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮০ ব্রাদার জেরিনো কাম্পানোলো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৫ পোপ দ্বিতীয় জন পল
+ ২০০৭ ফাদার জর্জ লাপ্রাদ সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৩ এপ্রিল, শুক্রবার
+ ১৮৮৪ ফাদার ক্যানডিডো উবের্টি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৭ ফাদার আন্তনী গমেজ (ঢাকা)

৪ এপ্রিল, শনিবার
+ ১৯৭০ সিস্টার এারী এস্টেল ও'ব্রাইয়েন সিএসসি
+ ১৯৭১ ফাদার মারিও ভেরনেসি এসএক্স (খুলনা)

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা

মধ্য ডিসেম্বর (২০১৯) চীনের উহানে করোনাভাইরাস প্রথম সনাক্ত হয়। এরপর মানুষের মাধ্যমে এ ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশেও হয়েছে। এ যাবত আমাদের দেশে ২৪জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগি সনাক্ত করা হয়েছে এবং ২জন আক্রান্ত ব্যক্তি ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। সারা বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখের বেশি এবং ১০ হাজারের বেশি মানুষ এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছে। এর মধ্যে ইতালিতেই মৃতের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪ হাজার এবং চীনে মৃতের সংখ্যা ৩ হাজার ছাড়িয়েছে। আমাদের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এই ভাইরাস সংক্রামিত হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। বলতে হবে করোনাভাইরাস, আর না, আর না। এ সময় আমাদের নিজেদের বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে যাতে এ ভাইরাস আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। বিশেষ করে যারা ইতালি ও চীনসহ এ ভাইরাসে আক্রান্ত বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে এসেছে তাদেরকে অবশ্যই ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হতো। বিদেশে যারা থাকেন তাদের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই প্রবাসীদের এ দেশে আসার পর কোয়ারেন্টাইনে রাখা বাধ্যতামূলক ছিল বা এয়ারপোর্ট থেকে তাদের সোজা সরকারীভাবে কোয়ারেন্টাইনে রাখা প্রয়োজন ছিলো। এ কাজটি করতে পারলে আমরা আরও বেশি নিরাপদ থাকতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল- এই ছোট কাজটি আমরা সঠিকভাবে করতে সক্ষম হয়নি এবং প্রবাসীরা কোয়ারেন্টাইন মানেনি। এমনও দেখা গেছে, কেউ-কেউ বিদেশ থেকে এসে বিয়ে পর্যন্ত করে ফেলেছেন। কেউ-কেউ শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়েছেন। যার ফলে এ ভাইরাসের প্রদুর্ভাব আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে। আমরা একটু সচেতন হলে আমাদের দেশে এ ভাইরাস সংক্রামকের সুযোগ খুবই কম ছিলো। যাদের মধ্যে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে তাদেরকে হাসপাতালে ১৪ দিনের আইসোলেশনে রাখা অত্যাবশ্যক। বিদেশ থেকে ফিরে এসে যারা ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে যাননি তাদেরকে স্থানীয় প্রশাসন আর্থিক জরিমানা করেছে। সরকারের এই শুভ উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

এ ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে হলে নিজেদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ২০ সেকেণ্ড ধরে সাবান পানি দিয়ে হাত পরিস্কার করতে হবে, ৪ ঘন্টা পর পর। বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। হাঁচি-কাশি মানুষের সামনে দেয়া যাবে না, আর যদি দিতে হয় তবে মুখ-নাক কনুই দিয়ে ঢেকে বা টিস্যু দিয়ে ঢেকে হাঁচি-কাশি দিতে হবে, তবে হাত ব্যবহার করা যাবে না। বড়-বড় জমায়েত, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, সভা, সেমিনার, আড্ডা এ সময় এড়িয়ে চলতে হবে। এ সময় দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মানুষের সাথে হ্যাণ্ডশেক বা কোলাকোলি করা যাবে না। হ্যাণ্ডশেকের পরিবর্তে সালাম দেয়া যেতে পারে বা দু'হাত জোর করে নমস্কার দেয়া যেতে পারে। সকল খাবার (মাছ, মাংস বা সবজি) ভালভাবে সিদ্ধ করে খেতে হবে। মরা পশু-পাখির সংস্পর্শে আসা যাবে না। ঘন-ঘন গরম পানি বা শরবত খাওয়া যেতে পারে। হাত ভাল করে পরিস্কার না করে চোখ, মুখ ও নাক স্পর্শ করা যাবে না। কারণ এ তিনটি অঙ্গ দিয়ে এ ভাইরাস দেহে প্রবেশ করতে পারে। এ সময় কাজ না ছাড়া ঘরে অবস্থান করাই ভালো এবং স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন করতে হবে। তবে যারা দিন আনে দিন খায় তাদের প্রতি আমাদের সদয় দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এ সংকটকালে সম্ভব হলে সরকার তাদের আর্থিক সহযোগিতা করতে পারে। বাড়িওয়ালারা তাদের এক মাসের বাড়ি ভাড়া মওকুফ করতে পারেন। একটি সুখের সংবাদ এই যে, একজন বাড়িওয়ালা ইতিমধ্যে বাড়ি ভাড়া মওকুফের ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁকে সাধুবাদ জানাই। এরূপভাবে আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে আমরা এ রোগ সকলে প্রতিরোধ করতে পারবো। শ্বাসকষ্ট, জ্বর, কাশি বা নিউমোনিয়ার উপসর্গ দেখা দিলে ঘরে থাকতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে চলতে হবে। প্রবাসীদের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করতে হবে এবং যে এলাকায় এ রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিয়েছে সেই এলাকা পরিহার করতে হবে। জরুরি প্রয়োজনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা আইইডিসিআর এর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

তবে করোনা প্রতিরোধে ভয়ের বা আতংকের কোন কারণ নাই। আমরা নিজেরা সচেতন থাকলে করোনা আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। তবে এজন্য আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস দরকার। আমরা বীরের জাতি, যুদ্ধ করে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি অর্জন করেছি। আশা করি, আমরা এ যুদ্ধেও চীনের মত জয় লাভ করবো।

-স্বপন রোজারিও

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বনে করণীয়
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নির্দেশনা

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

আপনাদের সকলকে জানাই খ্রিস্টীয় প্রীতি ও প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা!

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া নোভেল করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) বাংলাদেশেও সংক্রমিত হয়েছে এবং হচ্ছে। জনবহুল দেশ হিসাবে এই রোগ ব্যাপক আকারে সংক্রমনের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে ঝুঁকি এড়াতে লক্‌ডাউন করার কথা সুপারিশ করেছেন। বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। আপনারা নিয়মিত সংবাদ মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে এই রোগের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের বিশপগণ পরিস্থিতি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই নানাধরনের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় সারাবিশ্বের সকলকে এই রোগ থেকে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্তে প্রতিদিন বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত ও পরিবারে প্রার্থনা করার বিনীত আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সবাইকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা পালন করতে ও এই রোগের প্রতিকারে নিয়মিত প্রার্থনা করার আহ্বান জানাচ্ছি।

১. বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, জনসমাগম এড়িয়ে চলুন এবং যার যার অবস্থান থেকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সহায়তা করুন।

২. নোভেল করোনাভাইরাস সম্পর্কে আতঙ্কিত না হয়ে ব্যক্তিগত ভাবে ও পরিবারে সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করুন।

৩. সাবান পানি দিয়ে কম পক্ষে ২০ সেকেন্ড যাবৎ হাত ভালমত ধৌত করুন, বার বার হাত পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন।

৪. হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ ও নাক স্পর্শ থেকে বিরত থাকুন। যেখানে সেখানে কফ ও থুথু ফেলবেন না।

৫. হাঁচি-কাশির সময়ে টিস্যু অথবা কাপড়/রুমাল দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন। হাত, কাপড়/রুমাল সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৬. আক্রান্ত ব্যক্তি হতে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন ও নিরাপত্তার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন।

৭. গণপরিবহন যদি একান্তই ব্যবহার করতে হয়, মাস্ক ব্যবহার করা; কোনকিছু স্পর্শ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা; যাত্রা শেষে স্যানিটাইজার দিয়ে কমপক্ষে শরীরের খোলা জায়গা জীবানুমুক্ত করা;

৮. করোনা ভাইরাস থেকে নিরাময়ের জন্য নানা প্রকার গুজব, কুসংস্কার, অপপ্রচার পরিহার করুন;

পালকীয় যত্নে করণীয়

৯. অসুস্থ ও বৃদ্ধ খ্রিস্টভক্তগণকে বর্তমান জরুরী অবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানে নিরুৎসাহিত করা;

১০. মুখে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন, যাজকগণ খ্রিস্টযাগ শুরুর আগে, খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণের আগে ও পরে এবং খ্রিস্টযাগ শেষে মোট চারবার স্যানিটাইজার ব্যবহার করে হাত পরিষ্কার রাখুন;

১১. পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গির্জায় পবিত্র পানি'র পাত্র শুকনো রাখা ও স্পর্শ করা হতে বিরত থাকা;

১২. জরুরী অবস্থায় রোগীদের সাক্রামেন্ত প্রদানের উদ্দেশ্যে যাজকগণ এগিয়ে যাবেন, এ সময় যাজকগণকে সাবধানতা স্বরূপ রোগীর কাছে যাওয়ার আগে ও পরে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে; যাতে তিনি সংক্রমিত না করেন ও সংক্রমিত না হন; প্রয়োজনে গ্লাভ্‌স ব্যবহার করুন;

১৩. যদি কোন খ্রিস্টভক্ত করোনাভাইরাস আক্রান্তের এই সময়ে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে এসে থাকেন, তাহলে সরকারী ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলুন। যাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে (আইসোলেশনে) থাকতে বলা হয় তারা নিজের ও পরিবারের এবং দেশের জনগণের মঙ্গল চিন্তা করে তা যথাযথভাবে পালন করুন।

১৪. করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা ও সাবধানতার পাশাপাশি এর প্রকোপ নিরসনে বিশ্বব্যাপী অনেক প্রার্থনা, সংকল্প ও সংযম প্রয়োজন। আসুন আমরা নিয়মিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাবে জীবনদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

পুণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠান সমূহের জন্য বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নির্দেশনা

প্রেক্ষাপট

১) সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ এর জন্য পুণ্য সপ্তাহের উপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করার কিছু নির্দেশনা পোপ মহোদয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সব দেশের বিশপ সম্মিলনীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।

২) ইতিমধ্যে যে সব দেশগুলো অন্যান্য দেশ থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন (Shut down) করা হয়েছে, সে সব দেশগুলোর প্রেক্ষাপটে এই নির্দেশনাগুলো দেয়া হয়েছে।

৩) আমাদের দেশ এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে (Shut down) করা হয়নি। তবে সরকারের এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে (Shut down) এর পক্ষে আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদের বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪) সরকার যদি দেশকে (Shut down) করে তাহলে পূণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানগুলো খুবই সীমিত আকারে অনুষ্ঠিত হবে।

৫) ঐতিহ্যগত ভক্তপ্রাণ খ্রিস্টভক্তগণের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন পূর্বক তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নিমিত্তে ইন্টারনেটের (সম্ভব হলে টেলিভিশন) মাধ্যমে পূণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানগুলো সরাসরি সম্প্রচার করার ব্যবস্থা করা হবে।

৬) এখানে লক্ষ্যণীয় যে, করোনা আক্রান্ত রোগী, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিক, শ্বাস-কষ্ট/হাপানী, হৃদরোগসহ অন্যান্য জটিল রোগে যারা ভুগছে তারা অবশ্যই অনুষ্ঠানগুলোতে অনুপস্থিত থাকবে। তবে ঘরে থেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং পারিবারিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৭) কোন কারণে গির্জায় উপস্থিত হলে প্রবেশের সময়ে ভাল মতো হাত পরিস্কার করুন, হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।

ক) তালপত্র রবিবার

গির্জার বাইরে তালপত্র আশীর্বাদ ও শোভাযাত্রা ব্যতিত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবে।

খ) তৈল আশীর্বাদের খ্রিস্টযাগ

ধর্মপাল তাঁর নিজস্ব ধর্মপ্রদেশে পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্দিষ্ট দিনে বা অন্য কোন দিনে তৈল আশীর্বাদের খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠান করতে পারবে।

গ) পুণ্য বৃহস্পতিবার

পা ধোয়ানো অনুষ্ঠান ছাড়া খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হবে। খ্রিস্টযাগের পর সাক্রামেন্ট যথারীতি নির্ধারিত নিয়ম সিন্ধুকে রাখা হবে। আরাধনাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো হবে না।

ঘ) পুণ্য শুক্রবার

পুণ্য শুক্রবারে ক্রুশের পথ ও ক্রুশের অর্চনা ছাড়া, অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারবে। তবে ক্রুশের অর্চনা অনুষ্ঠানটি ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্বদিনে (সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখে) করা যেতে পারে।

ঙ) পুণ্য শনিবার

নিশি জাগরণী অনুষ্ঠান শোভাযাত্রাসহ আলোর উৎসব ছাড়া শুধুমাত্র পুনরুত্থান বাতির বন্দনা ও মঙ্গলসমাচারসহ তিনটি পাঠ করার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারবে। সাধারণ জল আশীর্বাদ ও দীক্ষাস্নানের সংকল্প নবীকরণসহ খ্রিস্টযাগের বাকী অংশ অনুসরণ করতে পারবে।

চ) পুনরুত্থান রবিবার

পুনরুত্থান রবিবারের খ্রিস্টযাগে গুরুত্বসহকারে অংশগ্রহণ করা অবশ্যই পালনীয়। তবে কোন কারণে কারো পক্ষে পুনরুত্থান রবিবারে খ্রিস্টযাগে যোগদান করা সম্ভব না হলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত খ্রিস্টযাগে যোগদান করে ও প্রার্থনা করে মহাপর্ব পালন করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

১) যাদের পাপস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই তারা ঘরে বসেও অনুতপ্তচিত্তে আন্তরিকভাবে নিজ নিজ পাপ স্মরণ করে ক্ষমা-মার্জনা অনুনয় করতে পারে। কারণ ঈশ্বর দয়ালু, তিনি সবার পাপ ক্ষমা করেন। উপরন্তু পুণ্য শুক্রবার দিন বেলা ১১:৩০ মিনিট হতে ১২:০০ পর্যন্ত ক্যাথিড্রাল গির্জায় ক্ষমা অনুষ্ঠান করা হবে এবং বিশপ সাধারণ ক্ষমা (General Absolution) প্রদান করবেন যা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পাপের সাধারণ ক্ষমা লাভ করতে পারি।

২) পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় সারা বিশ্বের সকলকে করোনাভাইরাসের আক্রমণ থেকে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্তে প্রতিদিন ব্যক্তিগত ও পরিবারে প্রার্থনা করতে বিনীত আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন।

৩) যাদের পক্ষে কোনভাবে নিস্তার জাগরণী অনুষ্ঠানে গির্জায় গিয়ে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়, তারা পুনরুত্থানের জন্য অফিস অফ রিডিংস (The Office of Readings) প্রার্থনা করবে, দিনের নির্দিষ্ট শাস্ত্র থেকে পাঠ ও ধ্যান করার মাধ্যমে প্রার্থনা করবে।

৪) পুণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানগুলো ক্যাথিড্রাল গির্জা থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। যদি সম্ভব হয়, অনুষ্ঠানগুলো জাতীয় প্রচার মাধ্যম **(টেলিভিশন) সরাসরি সম্প্রচার করার সম্ভাব্য সময়সূচীঃ**

তালপত্র রবিবার	**:**	**সকাল**	**৮:৩০ মিনিট**
পুণ্য বৃহস্পতিবার	**:**	**সন্ধ্যা**	**৬:০০ মিনিট**
পুণ্য শুক্রবার	**:**	**বিকাল**	**৩:০০ মিনিট**
পুণ্য শনিবার	**:**	**সন্ধ্যা**	**৮:০০ মিনিট**
পুনরুত্থান রবিবার	**:**	**সকাল**	**৯:০০ মিনিট**

(নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশ প্রয়োজনে অনুষ্ঠানের পরিবর্তিত সময়সূচী নির্ধারণ করে জনগণকে অবহিত করবেন।)

করোনাভাইরাসে বিদ্ধ বিশ্ব, সচেতনতা প্রয়োজন সর্বত্র

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ভূমিকা: বিশ্বজুড়ে মানুষের মুখে সবচেয়ে আলোচিত, সংবাদ পত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমে লিখিত-পঠিত ও প্রচারিত জীবননাশী ভয়ংকর আতঙ্কের নাম করোনাভাইরাস। করোনাভাইরাস পৃথিবীকে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। সেই সাথে বিশ্বের সকল মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে এই মহামারী ভাইরাসটি। এই ভাইরাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় যে, ২০১৯ সালের ৩০ ডিসেম্বরে চীনের একজন চক্ষুবিজ্ঞানী যার নাম লী ওয়েনলিয়াঙ্গ তিনি এই ভাইরাস সম্পর্কে সরকারের কাছে আগাম সতর্ক বার্তা জানিয়েছিলেন। তিনি উহান শহরে সাতজন করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত রোগিকে সনাক্তও করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আর এর কিছুদিন পরেই এই বছর ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি তার নিজের শরীরেই এই রোগ ধরা পড়ে এবং তিনি এই করোনাভাইরাস রোগে মারা যান। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তোবা বলতে পারতেন কার মধ্যে এই রোগের লক্ষণ প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন। তাতে করে এর প্রতিষেধক তৈরি করতে সহজ হতো। যেহেতু তা সম্ভব হচ্ছে না তখন এ রোগের মহৌষধ হচ্ছে সচেতনতা ও সতর্কতা।

এই রোগের ইতিহাস : এই করোনা ভাইরাসের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এটা নতুন কোনো রোগের নাম নয়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ নভেম্বর একদল ভাইরাসবিদ, নিউজ এ্যান্ড ভিউজ নামক এক লেখনির মাধ্যমে করোনাভাইরাস সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, ভাইরাসের আকার খুব তীক্ষ্ণ বা লম্বাও নয়। তবে তারা এই ভাইরাসকে সৌর জগতের জ্যোতির্বলয়ের মতো আকার বলে উল্লেখ করেছিলেন। এর আগেও পৃথিবী বিভিন্ন মহামারীর অভিজ্ঞতা করেছে, তবে করোনাভাইরাসের মতো বিস্তৃত ও আগ্রাসী আক্রমণ এবারই প্রথম। তাই সারাবিশ্বও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ৪৩০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে বিশ্ব দেখেছে এপিডেমিক অব এথেন্সের ছোবল এবং এরপর অর্ধ শতাধিক মহামারী আঘাত করেছে বিশ্বকে। তবে বর্তমানে করোনাভাইরাসের আতঙ্কে বিশ্ব ভীতসন্ত্রস্ত।

করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক চিত্র

বিশ্বের কয়েকটি দেশ ও অঞ্চলবাদে সকল অংশেই এই অদৃশ্য শত্রু হানা দিয়েছে। ১৮০টির মতো দেশে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। যার শুরু হয়েছিল চীনের হুবে প্রদেশের উহান শহরে। সময়ের পরিক্রমায় অতি দ্রুততায় তা ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়াসহ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। সাথে সাথে এশিয়ার দেশগুলোতে দ্রুতভাবে গ্রাস করছে প্রাণঘাতি এ ভাইরাস। বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা পনের হাজার ছাড়িয়েছে, লড়াই চলছে বিভিন্ন দেশে জরুরি আইন জারির পর জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। মোট আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ ছাড়িয়েছে। চীনে, যেখান থেকে করোনাভাইরাসের সূচনা, সেখানে দ্বিতীয় দিনের মতো নতুন করে কেউ আক্রান্ত হয়নি বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি স্টেটের প্রশাসন সেখানকার বাসিন্দাদের বলেছে ঘরের মধ্যে থাকতে। নিউইয়র্কের গর্ভনর অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছেন। এবং সকল ধরনের জমায়েত নিষিদ্ধ করেছেন। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো লকআউটে চলে যাচ্ছে। ইতালিতো মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন শত শত লোক মারা যাচ্ছে। এ পথে পথে এগিয়ে চলেছে স্পেন ও ফ্রান্স। এশিয়ার মধ্যে ইরান দারুণভাবে আক্রান্ত হয়েছে করোনাভাইরাসে। প্রতিদিনই বেশ কিছু মানুষ মারা যাচ্ছে। করোনার বিস্তার রোধ করতে এশিয়ার দেশগুলিতেও নানা ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ভারতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কারফিউ করেছে জনগণ। সরকার কয়েকটি প্রদেশে লকআউট ঘোষণা করেছে।

করোনাভাইরাস বৈশ্বিক পরিস্থিতি

২৩ মার্চ রাত আটটা পর্যন্ত জনস হপকিন্সের তথ্য

মোট আক্রান্ত ৩,৬৭,০৩৮

মোট সুস্থ ১,০০,৮৭৬

মোট মৃত্যু ১৬,১১৩

বেশি আক্রান্ত ১০ দেশ

দেশ	আক্রান্ত	মৃত্যু	সুস্থ
চীন	৮১,৪৯৬	৩,২৭৪	৭২,৮১৯
ইতালি	৫৯,১৩৮	৬,০৭৭	৭,৪৩২
যুক্তরাষ্ট্র	৪১,১৬৭	৪৮৫	০
স্পেন	৩৩,০৮৯	২,২০৬	৩,৩৫৫
জার্মানি	২৮,৭৮৪	১১৬	৪২২
ইরান	২৩,০৪৯	১,৮১২	৮,৩৭৬
ফ্রান্স	১৬,৯৩৭	৬৭৬	২,২০৭
দ.কোরিয়া	৮,৯৬১	১১১	৩,১৬৬
সুইজারল্যান্ড	৮,৫৪৭	১১৮	১৩১
যুক্তরাজ্য	৫,৯১১	৩৩৬	১৪০

সূত্র : [illegible]

শ্রীলঙ্কায় সারা দেশে কারফিউ জারি করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। মালয়েশিয়া ঘোষণা করেছে যে করোনাভাইরাস রোধে সহায়তার জন্য ২২ মার্চ থেকে তারা সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। মালয়েশিয়াতে প্রায় এক হাজার মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগের সংক্রমণ ঘটেছে গত সপ্তাহে কুয়ালালামপুরে একটি ধর্মীয় সমাবেশ থেকে। ফিলিপাইনে কারফিউ জারি করে জনগণকে ঘরে রেখে করোনার হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আফ্রিকা জুড়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগির সংখ্যা বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৮৫০জনে। এক সপ্তাহ আগে আক্রান্তের মোট সংখ্যা থেকে এটি ছয়গুণ বেশি। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. যোয়েলি মাখিযে হুঁশিয়ার করে বলেছেন, দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে তিনি বলেন, এর অর্থ এই না যে বেশিরভাগ মানুষের অবস্থা খারাপ হবে। করোনাভাইরাস মোকাবেলায় ইউরোপের দেশগুলিতেও নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি

৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) বাংলাদেশে প্রথম করোনভাইরাস শনাক্তের বিষয়টি নিশ্চিত করে। রোগিদের মধ্যে দুজন পুরুষ প্রবাসী বাংলাদেশী ছিলেন যারা সবে ইতালি থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং একজন মহিলা আত্মীয় ছিলেন, যিনি তাদের একজনের সংস্পর্শে এসে সংক্রামিত হন। ৮ মার্চ, আইইডিসিআর এর পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিন জন ব্যক্তির শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, তাদের বয়স ২০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে। এমনিভাবে দিনে দিনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং দেশেও বিপদের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। ২৩ মার্চ পর্যন্ত দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ জন। বড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ একথা বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরামর্শ দিয়েছেন লকডাউনে চলে যেতে। সরকার ইতোমধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। মাদারীপুরের শিবপুরের কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করে লকডাউন করেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচি বাতিল করেছেন, পাবলিক পরীক্ষা বাতিল করেছেন ইত্যাদি। সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে জনগণও কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছেন, যেমন দোকান মালিক সমিতি ২৫ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ দোকান বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন, গণ পরিবহনগুলোতে যাত্রী কমানো ও স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রাণঘাতি ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে হলে আরো সচেতনতা ও শৃঙ্খলা পালন করা দরকার। তাই সরকার সতর্কতা হিসেবে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারী ছুটি ঘোষণা দেন এবং সকলকে ঘরে থাকতে অনুরোধ করেন। একাজে সহায়তা করতে ২৪ মার্চ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাহায্য করবে।

করোনাভাইরাসের আক্রান্ত হলে লক্ষণ: নতুন এ করোনাভাইরাস মূলত শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায়। লক্ষণগুলো হয় অনেকটা নিউমোনিয়ার মত। শুরুটা হয় জ্বর দিয়ে (১০০ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি,), সঙ্গে থাকতে পারে সর্দি, শুকনো কাশি, মাথাব্যথা, গলাব্যথা ও শরীর ব্যথা। দেখা দিতে পারে শ্বাসকষ্টও।। সাধারণত রোগের উপসর্গগুলো প্রকাশ পেতে গড়ে পাঁচদিন সময় নেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ভাইরাসটির ইনকিউবেশন পিরিয়ড ১৪দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তবে কিছু-কিছু গবেষকের মতে এর স্থায়িত্ব ২ ৪ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দেবে তখন সে ব্যক্তি থেকে অন্য মানুষের সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কিভাবে ভাইরাসটি ছড়ায়

১. আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ বা ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ (করমর্দন/জড়িয়ে ধরা) এবং সংক্রামিত জিনিসপত্র:

২. আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি এবং কাশির মাধ্যমে:

৩. ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব:

৪. জনতার ভীড় বা গণপরিবহণ ব্যবহার করা:

করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষা পেতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ - নির্দেশনা ও আমাদের করণীয়

করোনাভাইরাস ঠেকাতে পুরো বিশ্বকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization:WHO)। এ ভাইরাস মোকাবিলায় চীনের প্রশংসা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি স্বাস্থ্য কর্মসূচির প্রধান মাইক রায়ান বলেন, 'এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ; কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া চরম।' চীন করোনাভাইরাসে দারুণভাবে আক্রান্ত হলেও তারা ফিরে এসেছে। নতুন করে তেমন একটা আক্রান্ত হচ্ছে না চীনে। ফলে চীনের কাছ থেকে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে জানতে সম্প্রতি চীন সফর করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদ্রোস আধানম। তিনি দেখেন, এ ভাইরাস সংক্রমণের পর বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে 'সামান্য লক্ষণ' দেখা গেছে। তবে প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ নিউমোনিয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যায় ভুগছেন। এখনও পর্যন্ত এ রোগের কোন ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত না হলেও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর উপসর্গের কথা জানিয়েছেন ভাইরোলজিস্টরা। যার ফলশ্রুতিতে করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষা পেতে বেশ কিছু পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সেগুলো হলো;

* সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা। বিশেষভাবে আক্রান্ত ব্যক্তি হতে কমপক্ষে ১ মিটার/ দুই হাত দূরে থাকতে হবে।
* সাবান ও পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত ধুতে হবে।
* মাংস ও ডিম অবশ্যই যথাযথ তাপে ও ভালোমত রান্না করে খেতে হবে।
* রোগে ভুগে মারা যাওয়া বা অসুস্থ প্রাণীর মাংস একেবারেই খাওয়া চলবে না।
* হাঁচি ও কাশি দিলে অবশ্যই টিস্যু দিয়ে মুখ ও নাক ঢেকে রাখতে হবে। এরপর টিস্যু ফেলে দিতে হবে নির্ধারিত স্থানে। এবং অবশ্যই হাত ধুয়ে নিতে হবে।
* অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করার পর হাত ধুতে হবে।
* হাতে গ্লাভস্ না পরে বা নিজে সুরক্ষিত না থেকে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির মুখ ও দেহ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
* বিড়াল, কুকুর বা পোষা পাখির যত্ন নিলে বা স্পর্শ করলে হাত ধুতে হবে। প্রাণিবর্জ্য ধরার পর সঙ্গে সঙ্গে হাতে ধুয়ে জীবাণু মুক্ত করতে হবে।

* শরীরে যে কোনো সংক্রমণ এড়াতে রান্না ও খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
* কাঁচা মাংস, সবজি, রান্না করা খাবার কাটার জন্য ভিন্ন চপিং বোর্ড ও ছুরি ব্যবহার করতে হবে।
* কাঁচা মাংস, সবজি ও রান্না করা খাবার হাতে ধরার আগে অবশ্যই প্রত্যেকবার হাত ধুয়ে নিতে হবে।
* কাঁচা বাজারে গিয়ে কোনো প্রাণী ও প্রাণীর মাংস হাতে ধরলে দ্রুত হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।
* কাঁচা বাজারে অবস্থানের সময় অযথা মুখে-চোখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
* অবশ্যই প্রতিদিন ধোয়া কাপড় পড়তে হবে। একই কাপড় একদিনের বেশি পরা ঠিক নয়। নিয়মিত কাপড় ধুতে হবে।
* জ্বর-সর্দি অনুভূত হলে যে কোনো ভ্রমণ বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও ঔষুধ খেতে হবে।
* ভ্রমণে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।
* জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
* নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মত মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। মাস্ক না থাকলে নাক ও মুখ ভালোভাবে ঢেকে রাখতে হবে। একবার মাস্ক পরলে তা বার বার স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
* একবার মাস্ক ব্যবহারের পর ফেলে দিতে হবে। মাস্ক ধরার পর হাতে ধুয়ে নিতে হবে।
* রোগের ইতিহাস থাকলে চিকিৎসককে বিস্তারিত জানাতে হবে।
* যেখানে সেখানে থুথু ফেলা যাবে না।

সম্ভবপর সকল বিধি-নিষেধ ও স্বাস্থ্য বিধি পালন করলে এরোগ থেকে মুক্ত থাকা যাবে তার উদাহরণ হয়ে রয়েছে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া। আমাদের দেশের মতো অনুন্নত দেশগুলোতে সচেতনতার অভাব থাকায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি। কোন কারণে কেউ যদি মনে করেন তিনি বা তার পরিচিতজন এ ভাইরাসে আক্রান্ত তাহলে সাহায্য ও প্রয়োজনে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন বা হট লাইন নাম্বারগুলো (আইইডিসিআরের হটলাইন নম্বর) ব্যবহার করুন।

০১৯৩৭০০০০১১, ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৪০১১৮৪৫৫১, ০১৪০১১৮৪৫৫৪, ০১৪০১১৮৪৫৫৫, ০১৪০১১৮৪৫৫৬, ০১৪০১১৮৪৫৫৯, ০১৪০১১৮৪৫৬০, ০১৪০১১৮৪৫৬৩, ০১৪০১১৮৪৫৬৮

করোনা প্রতিরোধে প্রতিষেধক উদ্ভাবনের পথে

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর এখন সবার দৃষ্টি এর প্রতিষেধক এবং ওষুধের দিকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, এই সংক্রমণের কার্যকর ঔষুধ বা প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়নি। তবে এমন ঔষুধ উদ্ভাবনে দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এরই মধ্যে করোনার সংক্রমণের চিকিৎসায় জাপানে তৈরি একটি ওষুধ প্রয়োগ করে সুফল পাওয়ার দাবি করেছে চীনা কর্তৃপক্ষ। বিবিসি ও সিএনএনের তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রে গত ১৩ মার্চ ৪৩ বছর বয়সী এক নারীর দেহে পরীক্ষামূলকভাবে করোনার প্রতিষেধক প্রয়োগ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ওই নারীসহ চারজনের শরীরে প্রতিষেধকটি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রতিষেধকটি উদ্ভাবন করেছে মার্কিন জৈবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মডার্না থেরাপেটিকস। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অর্থায়নে এখন এই প্রতিষেধকের পরীক্ষা চলছে। এটি আসলে প্রতিষেধক পরীক্ষার প্রথম ধাপ। এরপর আরও কয়েক ধাপে সফল হলে তা সবার ব্যবহারের জন্য নিরাপদ বলে স্বীকৃতি পাবে। এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আসতে দেড় বছর লাগার কথা জানালেও যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক বিজ্ঞানী দাবি করেছেন, আগামী এক মাসের মধ্যেই প্রাণঘাতী এ ভাইরাসের প্রতিষেধক পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একথা সত্য যে, প্রতিষেধক আসতে দেরি হবে আর তারজন্য সতর্কতাই মহৌষধ হিসেবে কাজ করবে।

করোনাভাইরাস মহামারী পরবর্তী বাস্তবতা

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্ব টালমাটাল। লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকুরি হারাবে, স্বল্প আয়ের মানুষের সমস্ত সম্ভব শেষ হয়ে যাবে। কাজ করতে বাইরে যেতে না পারার কারণে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কম হবে। একই সাথে সকলে বাড়িতে থাকায় এবং বিদেশ থেকে অনেকে দেশে ফিরে আসায় খাদ্য গ্রহণের উপর চাপ পড়বে। একদিকে উৎপাদন কম অন্যদিকে ভোগ বেশি। ফলশ্রুতিতে খাদ্য সংকট তীব্র হবে। খাদ্যদব্যের দাম বেড়ে পাবার সম্ভাবনা থাকবে। যার কারণে স্বল্প আয়ের মানুষেরা না খেয়ে থাকবে। দুর্ভিক্ষের কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। চুরি-ডাকাতি ও হানাহানির সম্ভাবনাও থাকবে। তাই এখন থেকেই সরকার ও ব্যক্তি পর্যায়ে যথাযথ সতর্কতা ও পরিকল্পনা নিয়ে জীবনযাপন করতে হবে। পতিতজমি খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করার উদ্যোগ নিতে হবে। অলস বসে না থেকে যেখানে একাকী কাজ করা যাবে তাতে মনোনিবেশ করতে হবে।

উপসংহার: মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জগতের সেরা সৃষ্ট-জীব। জগত সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে সে টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জগতের ইতিহাস পরিক্রমায় বিভিন্ন ধরণের মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহাযুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ এসেছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার পথ চলা শুরু করেছে। বর্তমানেও জগতের এক মহাদুর্যোগ চলছে। ইতোমধ্যে চীন, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো এই মহামারী মোকাবেলা ক'রে নতুনভাবে পথ চলা শুরু করেছে। বাংলাদেশ তথা বিশ্বের অন্যান্য দেশেও তাই হবে। তবে, যে বিষয়টি এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজন তা হচ্ছে ব্যক্তি-সমষ্টিগত সচেতনতা ও স্বাস্থবিধি মেনে চলা। যেহেতু এর কোন প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কৃত হয়নি, তাই সচেতনতা ও স্বাস্থবিধি মেনে চলাই এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায়- যা চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া করেছে। পৃথিবীর অনেক দেশে এই সংকটকালে দলীয় সকল ভেদাভেদ ভুলে সরকার ও দেশের মানুষ একসাথে কাজ করে যাচ্ছেন, বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য-ব্যবহার্য বিষয়াদি সরবরাহ নিশ্চিত করছে এবং মানুষের যাতে কোন ধরণের অতিরিক্ত মাশুল গুণতে না হয় তার জন্য সব রকম সাহায্য-সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশেও অনুরূপ হওয়া উচিত। জাতির জনকের একটি উক্তি: কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। করোনাভাইরাসও যেন আমাদের গ্রাস করতে না পারে সেজন্য স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারী নির্দেশনা আসুন, কঠিনভাবে মেনে চলি॥ ❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, বিবিসি বাংলা, ইন্টারনেট

- ফাদার নিখিল গমেজ, জ্যাষ্টিন ও জাসিন্তা

করোনা ভাইরাস ও ইতালি

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

হোস্টেলের থাকার ঘর থেকে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাস্তাটা একদম ফাঁকা। অনেকক্ষণ পর দেখলাম একটি গণপরিহন এবং দু'কয়েকটি প্রাইভেটকার যাচ্ছে। ভাবলাম রোম নগরীর অন্যতম একটি ব্যস্ততম রাজপথের একি অবস্থা! যেখানে গাড়ীর গতির দ্রুততা ও দীর্ঘ সারির জন্য রাস্তার অপর প্রান্তে যাবার জন্য জেব্রা-ক্রসিংয়ের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আর সেখানে মনে হচ্ছে কোন এক মরুভূমি জনমানবহীন প্রান্তরের একটি ভূতুতে সংযোগ সড়ক যা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ দু'কয়েকটি ব্যক্তিগত ও গণপরিবহন এক শহর থেকে অন্য আরেকটি শহরে যাচ্ছে। এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য অপরিচিত এক দৃশ্য!

আমি যে হোস্টেলে থাকি তার পাশে রয়েছে একটি টেলিকম কোম্পনীর কেন্দ্রিয় অফিস। অফিসের মূল বিল্ডিংয়ের সামনে রয়েছে বিরাট কার-পার্কিং। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত থাকে অসংখ্য গাড়ি-মানুষের আনাগোণা- কর্মচঞ্চলতা। সেদিকে দৃষ্টি যেতেই আমি আঁতকে উঠি। সেটি যেন একটি নিথর পাথরের একটি স্থাপনা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশাল গাড়ি-পার্কিং ধূ-ধূ করছে।

উপরোক্ত দু'টি চিত্র ইতালিতে করোনা ভাইরাস আঘাত করার পর রোম-নগরীর কেন্দ্র স্থানের একটি বাস্তবতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর ও ২০২০ জানুয়ারিতে চীনের উহান শহরে যখন এক ভাইরাস ভয়াবহ রূপ ধারণ ক'রে তখন ইতালি তথা ইউরোপের জীবন-যাত্রা, কর্মচঞ্চলতা, স্কুল-কলেজ, ব্যবসা-বানিজ্য সবই স্বাভাবিকভাবে চলছিল। ঘুণাক্ষরে কেউ ধারণা করতে পারে নি যে, এটি ইউরোপে এতো ভয়ংকররূপে প্রবেশ করবে। এই অঞ্চলের সরকার প্রধান ও নাগরিকগণ এটাকে খুব বেশি পাত্তা দেয়নি। বরং এটি চীনে উৎপত্তি বলে, সেই সময় ইউরোপে কোথাও কোথাও চীনা-নাগরিক বা মঙ্গলীয়ান চেহারার মানুষের দিকে একটু বাঁকা চোখে দেখা শুরু করে। ইতালির অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে লোম্বার্ডিয়া অঞ্চল। দুভার্গ্যবশত ইতালিতে (ও পরে ইউরোপে) করোনা-ভাইরাসটি চীন-ফেরত দু'য়েকজন ব্যক্তির মাধ্যমে এই অঞ্চলের কয়েকটি শহরের (বিশেষভাবে, বেরগামো, ব্রেসিয়া, ক্রেমোনা পিয়াসেন্সা) বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এখান থেকে উত্তর ইতালির পুরো লোম্বার্ডিয়া অঞ্চল, ইতালির অন্যান্য শহর ও ইউরোপ তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভাইরাসটি সংক্রামিত হয়। সত্যি ভাবতে অবাক লাগছে, দু'য়েকজন ব্যক্তি থেকে একটি জীবানু সংক্রমিত হয়ে ইতালি তথা ইউরোপে আজ মহামারীতে রূপ নিয়েছে!

সেদিন ছিল ২২ ফেব্রুয়ারি। ইতালিতে করোনা-ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে প্রথম কোন ব্যক্তির মৃত্যুর খবর গণমাধ্যমে আসে। এটাকে কেউ খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি। সবই ঠিক হয়ে যাবে বলে যে যার মতো দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ক'রে যাচ্ছে; অফিস-আদালত, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের রুটিন-মাফিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কল্পনাও করতে পারে নি কি হতে যাচ্ছে! পরের দিন সকালে আরো দু'জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়, কিন্তু সন্ধ্যায় মৃত্যুর সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেল। এরপরই যেন সবার টনক নড়ে, সবার মধ্যে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সরকারের দিক থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয়। কিন্তু ততক্ষণে যেন বড্ড দেরি হয়ে গেল। সরকারী ও বেসরকারীভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেবার পরও একজনকে দিয়ে যে মৃত্যু শুরু হয়েছিল, তাকে আর থামানো যাচ্ছে না; সেই মৃত্যুর-মিছিল দিনে দিনে অনেক দীর্ঘ-সারিতে পরিণত হয়েছে, এই মর্মান্তিক মিছিল কোথায় গিয়ে থামবে তা কারও জানা নেই। ইতালি যেন পরিণত হয়েছে মৃত্যুপুরীতে। অপ্রতিরোধ্য এই মরণব্যাধির সামনে জগতের অন্যতম স্বাস্থ্যসেবা অসহায়-উদাস দৃষ্টিতে মৃতদেহগুলোর দিকে যেন শুধু তাকিয়ে রয়েছে!

ইতালির সরকারের করোনা রোধে পদক্ষেপ

কিছুটা দেরীতে হলেও ইতালির সরকার এই ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য বেশ কিছু শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক) লোম্বার্ডিয়া ও পরে সমগ্র ইতালি লকডাউন (অতি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বের হওয়া) করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ এলাকায় চলাচলের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

খ) এই পরিবেশকে নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী বাহিনীকে বাস্তায় নামানো হয়েছে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য সর্বক্ষেত্রে তারা তদারকি করছে। নিময় অমান্যকারীকে মোটা অংকের জরিমানা করা হচ্ছে।

গ) সরকারী ব্যবস্থাপনায় রোগী আনা-নেয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং যারা মারা যাচ্ছেন তাদের কবরস্থ করার দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করেছে।

ঘ) নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্য মজুদ নিশ্চিত করছে এবং দাম যাতে কোনভাবে বৃদ্ধি না পায় তার সতর্ক তদারকি করছে। প্রয়োজনীয় ঔষধ, ভাইরাস প্রতিরোধক উপকরণ সহজলভ্য করা হয়েছে।

ঙ) বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে ভাইরাস সম্পর্কে সতর্ককরণ ও করণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরা হচ্ছে।

চ) নাগরিকদের মনোবল শক্ত রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো- প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায় সবাই যার যার বাড়ির বারান্দায় এসে একসাথে জাতীয় সঙ্গীত গাচ্ছে; স্বাস্থকর্মীদের একসাথে হাতে-তালি দিয়ে সাধুবাদ ও উৎসাহ জানাচ্ছে।

ছ) নিম্ন আয়ের মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জ) অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিরাপদ দূরত্বে রাখা হচ্ছে।

খ্রিস্টমণ্ডলীর পদক্ষেপ

ইতালীর কাথলিক বিশপ সম্মিলনী দেশের সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন পদক্ষেপকে স্বাগতম জানিয়ে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। গণজমায়েত এড়ানোর জন্য রবিবার ও সাপ্তাহিক দিনে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা থেকে রিবত থাকতে বলা হয়েছে। তবে টিভি-২০০০-এ নিয়মিত খ্রিস্টযাগ ও বিভিন্ন প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ আত্মিকভাবে অংশগ্রহণ করছেন। বিশপ সম্মিলনী বিশেষ প্রৈরিতিক পত্রের মধ্য দিয়ে জনগণকে সাহস যোগান এবং একই সাথে পারিবারিক প্রার্থনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। পিতামাতাদের অনুরোধ করা হয়েছে- তারা যেন তাদের সন্তানদের আরো বেশি সময় দেন এবং ধর্মশিক্ষা দান করেন। এছাড়া, খ্রিস্টভক্তগণ বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীদের রেলিক নিয়ে প্রার্থনা করছেন। বিশেষভাবে, ২২ মার্চ, লরেটোর তীর্থস্থানের মা-মারীয়াকে হেলিকপ্টার-যোগে সমগ্র ইতালি ঘুরানোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ কামনা করা হয়।

ছব্বিশ ঘন্টা আরাধনা ও প্রার্থনার অনুরোধ করছেন। তিনি একই সাথে সবাইকে স্বাস্থবিধি মেনে চলার অনুরোধ করেন।

প্রবাসী বাংলাদেশীরা ইতালিতে যেমন আছে

ইতালিতে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী বসবাস করছেন। তাদের প্রায় অধিকাংশই রেস্টুরেন্টে কাজ, ছোট-খাট বিভিন্ন ধরণের দোকান, বড় বড় শহর, পর্যটনকেন্দ্র বা সমুদ্রপারে ফেরিওয়ালা করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কিছু সংখ্যক দেশে চলে গেছেন কিন্তু অধিকাংশই এখানে রয়ে গেছেন। ইতালিতে লকডাউন ঘোষণার পর আমার পরিচিত কয়েকজনের সাথে ফোনে কথা বলি এবং তাদের অবস্থা জানাতে চাই। তাদের সবাই প্রায় একই কথা বলেছেন যে, তাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে এবং বাসায় রয়েছেন। তারা চেষ্টা করছে সরকার কর্তৃক স্বাস্থবিধি ও নির্দেশনা মেনে চলছে।

ইতালিতে সবাই এখন অবরুদ্ধ জীবন-যাপন করছে। পারিবারিক, সামাজিক সম্পর্কসমূহে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে করছে। যেমন- আমরা প্রায় ২০০জন যাজক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে একটি হোস্টেলে আছি। আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা কেউ কোনভাবে বাইরে যেতে পারছি না। আমাদের প্রধানগেটে বড় তালা ঝুলছে। কারো কোন কিছু প্রয়োজন হলে রেক্টরকে জানালে, তারা সেগুলোর ব্যবস্থা করে থাকেন। এটি অবশ্যই একটি কঠিন কিন্তু ভাল পদক্ষেপ। কেননা এই পদক্ষেপের ফলে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমবে। একই সাথে ভেতরে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে চলি, একে-অন্যের স্পর্শ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছি, খ্রিস্টযাগ ও খাবার টেবিলে দূরত্বে অবস্থান করি। আমি মনে করি, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে সকলকে এক সাথে কাজ করা অতি জরুরী।

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জগতের সেরা সৃষ্ট-জীব। জগত সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে সে টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জগতের ইতিহাস পরিক্রমায় বিভিন্ন ধরণের মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহাযুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ এসেছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার পথ চলা শুরু করেছে। বর্তমানেও জগতের এক মহাদুর্যোগ চলছে। ইতিমধ্যে চীন, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো এই মহামারী মোকাবেলা ক'রে নতুনভাবে পথ চলা শুরু করেছে। ইতালি তথা বিশ্বের অন্যান্য দেশেও তাই হবে। তবে, যে বিষয়টি এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজন তা হচ্ছে ব্যক্তি-সমষ্টিগত সচেতনতা ও স্বাস্থবিধি মেনে চলা। যেহেতু এর কোন প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কৃত হয়নি, তাই সচেতনতা ও স্বাস্থবিধি মেনে চলাই এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায়- যা চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া করেছে। ইতালিতে এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সরকার ও দেশের মানুষ একসাথে কাজ করে যাচ্ছেন, বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য-ব্যবহার্য বিষয়াদি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে এবং মানুষের যাতে কোন ধরণের অতিরিক্ত মাশুল গুণতে না হয় তার জন্য সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা ও ব্যবস্থা করা হয়েছে॥ ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

নোভেল করোনাভাইরাসের ভয়াবহতার কারণবশত খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে’র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বিভাগসহ অন্যান্য সকল বিভাগের অফিস আগামী **২৫** মার্চ থেকে **৩১** মার্চ অবধি বন্ধ থাকবে। এই জন্যে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পরবর্তী **“সংখ্যা-১৩”** প্রকাশিত হবে না। পরবর্তীতে পুনরুত্থান ও পহেলা বৈশাখ নিয়ে বিশেষ সংখ্যা যথারীতি প্রকাশ করা হবে।

পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিকল্প কোন সিদ্ধান্ত হলে তা সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজে জানানো হবে। আমাদের সর্বশেষ আপডেট জানতে এই লিংক এ www.facebook.com/weeklypratibeshi ভিজিট করুন।

পরিচালক

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!
প্রতিবেশী প্রকাশনী’র
নতুন বছরের বই সম্ভার
প্রতিবেশী প্রকাশনী প্রকাশনার জগতে এবারে পরপর গুরু
ত্বপূর্ণ সমসাময়িক বেশ কতগুলো বই প্রকাশ করেছে।
আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের বই প্রকাশের অপেক্ষায়।
প্রতিবেশী প্রকাশনী বই প্রকাশে এক উজ্জ্বল সময়
অতিবাহিত করছে যা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর
জন্যে শুভ বারতা বহন করে।

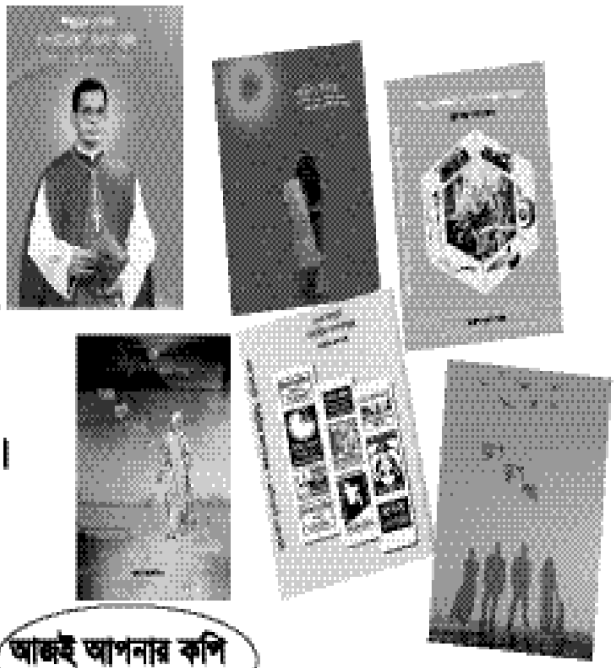

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

বইগুলোর প্রাপ্তিস্থান

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
তেজগাঁও, ঢাকা

বিপ/৭৩/২০

কালভেরীর পথে

নয়ন যোসেফ গমেজ

১. তখন আমি নব্যাশ্রমে। দিনটি ছিল শুক্রবার। আমাদের নব্যাশ্রমের প্রৈরিতিক কাজের দিন। শুক্রবার এলেই আমরা যে যার এলাকায় প্রৈরিতিক কাজে চলে যেতাম। সেদিন নব্যাশ্রম থেকে আমরা দু'জন নবিসভাই হেঁটে একটি গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম। সেই গ্রামটিতে আমরা প্রতি শুক্রবারে যাই। প্রায় বিশ মিনিটের পাকা পথ হাঁটতে হয়। আমরা বাজার পেড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় দু'জন শিশু আমাকে ডেকে বললেন, আঙ্কেল আমাদের একটু সাহায্য করতে পারবেন। আমি পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি শিশু দু'টির হাতে বড়-বড় দু'টি বাজারের ব্যাগ। ব্যাগ ভর্তি বাজার-সদাই। ওদের দু'জনের পক্ষে সেগুলো বয়ে নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। আমি দাঁড়াতেই একজন শিশু আমার হাতে একটি ব্যাগ ধরিয়ে দিল। ব্যাগটি হাতে নিয়ে আমরা দুই নবিসভাই হাঁটতে লাগলাম। ছেলে দু'টিও আমাদের সঙ্গে হাঁটছে। আমরা ওদের সঙ্গে গল্প করছিলাম। হঠাৎ আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, তুমি যে আমাকে না চিনেই আমার হাতে ব্যাগ তুলে দিয়েছ, আমি যদি এখন এই ব্যাগ নিয়ে চলে যাই? তবে তো তোমার পিঠের একটা পিটুনিও মাটিতে পড়বে না...! ছেলেটি চট করে উত্তর দিল, পারবেন না! আপনি মোটেও ব্যাগ নিয়ে চলে যেতে পারবেন না!! আমি কৌতুহলবশত সাগ্রহে জানতে চাইলাম, কেন পারব না, কেন? ছেলেটি তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, আপনি পারবেন না কারণ আপনি খ্রিস্টান। খ্রিস্টানেরা কখনোই এমন কাজ করতে পারে না।

২. অন্য এক শুক্রবারের কথা। সেদিনও নব্যাশ্রম থেকে ঐ একই গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামে মূলত শিশুদের ধর্মক্লাশ ও পরিবার পরিদর্শনই আমাদের প্রধান কাজ। সেদিন সকালে ধর্মক্লাশ নেওয়ার পর গ্রামটিতে পরিবার পরিদর্শন করছিলাম। এমন সময় একটি পরিবারে দেখলাম একটি প্রতিবন্ধী শিশু। বয়স প্রায় আড়াই কি তিন হবে। শিশুটিকে ঘরের খুঁটির সাথে পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা। দেখামাত্রই কেমন যেন ভালবেসে ফেললাম। কাছে এগিয়ে গেলে শিশুটির মা-ও এগিয়ে এলেন। শিশুটি ভাল মত কথা বলতে পারে না। গায়ে কোন জামা নেই। বেঁধে রাখার কারণ জানতে চাইলে মা বললেন, জানেন, ওকে ছেড়ে রেখে কোন কাজই করতে পারি না। আর ছাড়া পেলেই দূরে চলে যায়। শেষে ফিরে আসতে পারে না, তাই। আমি বললাম, ওর বাঁধন খুলে দেন। মা শিশুটির বাঁধন খুলে দিলেন। অতঃপর আমি ওকে কোলে নিতে চাইলে মা বললেন, ওকে কোলে নেবেন না। ওর শরীরে ময়লা। ও গায়ে কাপড়ও রাখে না। তাই খালি গায়েই বেঁধে রাখি। আমি তবুও ওকে কোলে নিলাম। ওর মা বললেন, আপনার সাদা কাপড়ে ময়লা লেগে যাবে যে! আমি হেসে বললাম, কাপড়ে ময়লা লাগলে ধুয়ে দিলেই তো হয়ে গেল। অন্তরের ময়লা তো আর ধুয়ে দূর করা যায় না। পরক্ষণেই দেখালাম শিশুটির মায়ের দু'চোখ জলে ছল-ছল করছে।

৩. বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন গঠনগৃহ হতে বাড়িতে গেছি জাতীয় পরিচয় পত্রের জন্য ছবি তুলতে। নির্দিষ্ট দিনে আমাদের গ্রাম হতে আমরা বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ একত্রে ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে গেলাম। সকাল হতে না হতেই সেখানে শত-শত মানুষের ভীড়। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে একে একে ভিতরে যাচ্ছিলাম। সকাল গড়িয়ে দুপুর। আমি প্রায় অফিসের দরজার কাছাকাছি। আমি আর একটু পরেই ভেতরে যাব ছবি তুলতে। দরজায় উপচেপড়া চাপ। মাঝে-মাঝে নির্বাচন কর্মকর্তা ছবি তোলা থামিয়ে রাগ করছিলেন। হঠাৎ ঘটল এক বিপত্তি। আমাদের পেছনের জনগণ আমাদেরকে ঠেলে ধাক্কিয়ে হুড়মুড় করে অফিস কক্ষের সামান্য ভেতরে ঢুকে গেল। এবার রেগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে অফিস থেকে বেড়িয়ে এলেন জেলা নির্বাচন কমিশনের এক নারী কর্মকর্তা। তিনি চোখ রাঙিয়ে জারি করলেন, জনগণের এমনতর অমার্জনীয় আচরণের কারণে এই কেন্দ্রে ছবি তোলা দেড় ঘন্টা বন্ধ থাকবে। তিনি আরো বললেন, বেশ কয়েকটা কেন্দ্রে ছবি তুলতে গিয়েছেন কিন্তু এমন অদ্ভূত পরিস্থিতির শিকার হননি। আমি দরজায় পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার পেছনে আমাদের গ্রামের অন্যান্যরাও। আমার গলায় স্বভাবতই ক্রুশ ছিল। ঐ নারী কর্মকর্তা আমাকে দেখে বললেন, আপনি খ্রিস্টান? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন শান্ত গলায় বললেন, আপনারা যারা-যারা আছেন, কেবল তারা-ই ভিতরে আসুন। বাকি সবাই দেড় ঘন্টা পর।

৪. ঢাকা শহরের কাক-ডাকা দুপুর। মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ। প্রতিদিনের মত সেদিনও বনানী পবিত্র আত্মা মেজর সেমিনারী থেকে ক্লাশ শেষে বাইসাইকেল চালিয়ে ফিরে আসছিলাম। গুলশান-এক এর চত্বর পেড়িয়ে হাতির ঝিলের রাস্তায় একটু সামনে আসতেই ঘটলো এক বিপত্তি! আমি সঠিক পথেই সাইকেল চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ সাইকেলের পেছন চাকায় সজোড়ে এক ধাক্কা! আমি মুহূর্তেই ব্রেক কষে ধরে পা নামিয়ে দিলাম। পেছন ফিরে দেখি এক বুড়ো রিক্সাওয়ালা রিক্সার ব্রেক চেপে ধরে ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটি রিক্সা নিয়ে মেইন রাস্তা থেকে ভেতর দিকে যেতে চেয়েছিল। রিক্সায় কয়েকটি ভারী-ভারী কার্টন বাধা। ধাক্কার তোড়ে একটি কার্টন নিচে পড়ে গেছে। আমি সাইকেল থেকে নেমে লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বিনীত স্বরে বললাম, সরি, আঙ্কেল। লোকটি যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, বাবা, তুমি সরি বলছো কেন? দোষতো আমার। দেখ বাবা, ব্রেক চেপে ধরেছি। তবুও তোমার সাইকেলে ধাক্কা লেগে গেল। আমি বললাম, আঙ্কেল, সমস্যা নেই। বলেই রিক্সা থেকে পড়ে যাওয়া কার্টনটি দু'জনে ধরে রিক্সায় তুললাম। আমি সাইকেলে উঠব এমন সময় শুনতে পেলাম কেউ একজন ঐ বুড়ো রিক্সাওয়ালাকে বলছে, একটু দেখে-শুনে চালাতে পারেন না! ভাগ্য ভাল আপনার, ছেলেটি খ্রিস্টান।

৫. দিনটি ছিল বুধবার। বনানী সেমিনারীতে ক্লাশ শেষে ফিরে আসছিলাম। যথারীতি সেদিনও গুলশান-দুইয়ের ট্রাফিক সিগনালে লালবাতি জ্বলছে। আটকে ছিলাম বেশ ক্ষণিকটা সময়। হঠাৎ সবুজবাতি জ্বলে ওঠে। হনহন করে গাড়ি ও মোটরসাইকেল চলতে লাগলো। আমিও সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখলাম। আমার সামনে এক মোটরসাইকেল। রাস্তা ফাঁকা পেয়ে মোটরসাইকেল আরোহী মোটরসাইকেল টান দেওয়া মাত্রই লোকটির পেছন পকেট থেকে একটি মানিব্যাগ আমার ঠিক সামনেই পড়ে গেল। আমি কিছু বলার আগেই লোকটি অনেকটা দূর চলে গেছে। ডাকলাম তবুও শুনেনি। আমি মানি ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে দ্রুতগতিতে সাইকেলে প্যাডেল মারলাম। লোকটি ও আমি একই রাস্তায়। ইতোমধ্যে লোকটাকে দেখে রেখেছি পেছন থেকে। ভাগ্য ভাল গুলশান-১ এর ট্রাফিক সিগনালের লালবাতি লোকটিকে আবার থামিয়ে দিল। ততোক্ষণে আমিও দ্রুত এসে রাস্তার পাশে আমার সাইকেল দাঁড় করিয়ে লোকটিকে ইশারায় ডাক দিলাম। কেননা ভীড়ের কারণে লোকটির কাছে যেতে পারিনি। লোকটি আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। পরে সবুজবাতি জ্বলে ওঠার পর লোকটি রাস্তার পাশে এলেন। আমি তখন লোকটির হাতে মানিব্যাগটি দিয়ে বললাম, ভাই, আপনার মানিব্যাগ। গুলশান-দুইয়ের মোড়ে পড়ে গিয়েছিল। লোকটি মানিব্যাগটি হাতে নিয়েই খুলে দেখে বললেন, ভাই, মানিব্যাগটিতে আমার জাতীয় পরিচয় পত্র ও কয়েক হাজার টাকা। আমি বললাম, ভাই, মানিব্যাগটি অন্য কেউ পায়নি। আপনার পকেট হতে পড়ে যাওয়া মাত্রই আমি পেয়েছি। লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা ভরা অন্তরে বললেন, ধন্যবাদ ভাই! আপনাকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ!! আচ্ছা ভাই, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটা কি জানতে পারি? আমি আমার নাম বললে পর লোকটি অবাক হয়ে উচ্চারণ করলেন, আপনি খ্রিস্টান!!! ❑

অনুতাপ

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের বেশ কিছু স্মৃতি এখনও হৃদয় মাঝে জ্বলজ্বল করে। ঐ সময় আমরা অনেকে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেই। আমার ঠাকুরমা ওখানে গিয়ে কয়লার আঁচে রান্না করতে শেখেন। পিট কয়লায় আগুন ধরিয়ে দিলে তা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠত না কিন্তু তুষের আগুনের মত জ্বলত এবং ঐ আগুন থেকে যে হিট বা আঁচ বা তাপ বের হতো তাতেই রান্নার কাজ হয়ে যেত। কয়লার আগুনের তাপে চাউল তরিতরকারি সিদ্ধ হয়ে যায়। নৈতিক স্খলন কিংবা ঈশ্বরের বাক্যের অবাধ্যতা এবং ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে স্বেচ্ছাচারি জীবন-যাপনে এক সময় আমরা হাঁপিয়ে ওঠি। জীবন অস্থির ও চঞ্চল হয়ে হয়ে ওঠে। তখন জীবনে স্থিতির জন্য ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে হয়। শুধু তাই নয় পাপ ক্রিয়ার জন্য অনুশোচনা ও অনুতাপ সহকারে পাপের ক্ষমা লাভ করে শান্তিময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হ'তে হয়। আমরা অনেকে এই রকম করতে চেষ্টা করি। অনুতাপ মানুষের দেহের বাহ্যিক কোন বিষয় নয়। বাহ্যিক অঙ্গে আঘাত লাগলে যেমন ক্ষত সৃষ্টি হয় তেমনি নীতিচ্যুত কাজের ফলে বহিরাঙ্গে কষ্টকর ক্ষতের মত অন্তরঙ্গে দেখা দেয় বিবেকের শাসন যা সর্বদাই তাকে ক্ষত বিক্ষত করে, রক্ত ঝরায়। বহিরাঙ্গের ক্ষত একসময় শুকিয়ে গিয়ে সেখানে নতুন মাংস তৈরী হয়ে পূর্বের অনুরূপ হয়ে যায়। আত্মসমালোচনা এবং বিবেকের দংশনের ফলে আমাদের অন্তর মাঝে বুঁদ-বুঁদ সৃষ্টি হয় এবং তা মানুষের শোক, তাপ এবং দুঃখকে মুছে যেতে সাহায্য করে। যদিও এ জাতীয় অনুশোচনা বড়ই দূর্বহ ভার। এই জাতীয় ভার বা তাপ ধার্মিকতা এবং জীবন সংশোধনের জন্য অতীব প্রয়োজন। তাপ ছাড়া চাউল তরিতরকারি ইত্যাদি সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ তাপ খাদ্য সামগ্রীকে গলাতে সাহায্য করে। আমাদের অন্তরের মন্দতা এবং মনের দুষ্ট চিন্তাকে গলানো প্রয়োজন। অনুতাপ ব্যতিরেকে আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হয় না। অনুতাপ আগুনের মত তীব্র না হলেও তা মনের কুটিলতা, জটিলতা দাহ্য পূর্বক বক্রতাকে সরল করতে দারুণ ভূমিকা রাখে। অনুশোচনা আমাদের মনোজগতে তাপের সৃষ্টি করে পাপ থেকে বিমুখ করে এবং ঈশ্বর পিতা তাঁর সত্যের নিক্তিতে আমাদের পাপ আগুনের তাপের তীব্রতা পরিমাপ করেন।

জাগতিক মানুষ হিসাবে আমাদের অনেকেই মেকিকতার আশ্রয় নিয়ে থাকি। যেমন যিশুর সময়ে ধর্মীয় নেতা এবং ফরিশী ও সদ্দুকীরা শাস্ত্র এবং আইন-কানুন ভাল জানত। শাস্ত্রের অনেক কিছুই মুখে বলতো কিন্তু বাস্তব জীবনে তার উল্টো আচরণ করত। ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান ও চিন্তা করতো কিন্তু অনুতাপের কোন বালাই থাকত না। তাদের চিন্তাগুলি কেবলই মন্দ এবং অন্যের জন্য ক্ষতিকর। যারা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান এবং একই সাথে অনুশোচনা করে তারা জীবন-যাপনে নম্র, ক্ষমাশীল এবং দয়ার আচরণ লাভ করে। তাদের মনোজগতের মন্দতা, দুষ্টতা প্রকৃত অনুশোচনার মধ্য দিয়ে বিগলিত হয়। অনুশোচনার সাথে ঈশ্বরের বাক্যের ধ্যান আমাদের কুটিল অন্তরকে সুশীল করে। আমরা যে সমস্ত অন্যায় করে থাকি তা মুখে স্বীকার করা হ'ল এক ধরনের অনুতাপের বাহ্যিক চিহ্ন। কিন্তু অন্তরাগারে দুঃখ মিশ্রিত অনুশোচনার নামই হ'ল অনুতাপ। অনুতাপ ছাড়া ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ হয় না। আত্মিক বৃদ্ধির জন্য অনুশোচনাসহ অনুতাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যতবেশি নীরবতায় ধ্যান করতে সক্ষম হবো ততবেশি অনুতপ্ত হতে পারবো। প্রকৃত অনুতাপ ছাড়া আত্মিক পুষ্টি সাধন হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অল্প বা ক্ষণিক অনুতাপ আমাদের জীবনের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। ক্ষনকালের অনুতাপ পাপের আসক্তি থেকে নিষ্কৃতি দেয় না। যেমন জীবনে মাত্র এক বই পড়া মানুষগুলো অনেক বড় ভয়ঙ্কর আচরণ করে থাকে। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। আমরা যদি অনুশোচনা ছাড়া এবং অনিয়তিমভাবে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন ও ধ্যান করি এবং আরাধনার নামে শুধু বাহ্যিক কিছু নিয়ম পালন করি, তবে হয়তো আত্মিকভাবে ক্ষণকালের নিমিত্ত জ্ঞান অর্জন হতে পারে। কিন্তু তাতে গর্বিত ও অহংকারী মানুষে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যা নিজের জন্য এবং অন্য মানুষের জন্য বিপদজনক। যা আমাদের প্রতি খ্রিস্টের দয়ার উদ্রেক হয় না। এই মাপকাঠিতে ঈশ্বরের নিকটে আমাদের নিজের অবস্থানকে সনাক্ত করতে পারি। প্রকৃত অনুতাপ এবং মন পরিবর্তন ছাড়া ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

কপালে ছাই বা মাটির চিহ্ন নিয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমারা অধিকাংশই উপবাস জীবনে প্রবেশ করে থাকি। অনেকে এর বিরোধীতা করে থাকেন। বলেন, বাইবেলে কি উল্লেখ আছে কপালে ছাই দ্বারা ক্রুশের চিহ্ন নিতে হবে। হুবহু এরকম না থাকলেও ছাই মেখে চট পরিধান করে উপবাস করে অনুতাপের অনেক নিদর্শন আছে। কপালে ছাইয়ের চিহ্ন দেওয়া এটা একটা প্রতীকী মাত্র। বাইবেলে নানান বিষয়ের প্রতীকীর উদাহরণ আছে। কাঠের তৈরী ক্রুশ আমাদের অনেকেই নিজ গৃহে কিংবা উপাসনালয়ে রাখেন। গলায় ধাতুর তৈরী ক্রুশ ধারণ করে থাকেন কেউ কেউ। এটা দোষ বা সমালোচনার কিছু নয়। এটা প্রতীকী মাত্র এবং এই প্রতীকের মাধ্যমে আমরা প্রভু যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুকে স্মরণ করে থাকি। হৃদয়ে একটা অনুতাপের আবহ আসে বিশ্বাস থেকে। ছাই বা মাটির চিহ্ন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা মাটি থেকে এসেছি আবার মাটিতেই ফিরে যেতে হবে। হৃদয়ে একটা বিনম্র আদ্রতা অনুভূত হয়। এই ধরনের নম্র মন নিয়ে খ্রিস্টের পদদ্বয়ে আশ্রয় নিতে পারি। তাঁর ক্রুশীয় যাতনা ও মৃত্যুকে স্মরণ করে দুঃখভারে মুহ্যমান হতে পারি। উপাসনায় চেতনাদায়ক সঙ্গীত কেন পরিবেশন করা হয়? ঈশ্বর ভজনার একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে এবং তাঁর প্রশংসা গৌরব করতে নয় কি? ঈশ্বরের বাক্যকে মনের মধ্যে নিয়ে যখন ধ্যান করি তখন একদিকে তাঁর বাক্যের শক্তিকে অনুভব করি আবার সমস্ত পাপ হৃদয়-মনে উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। খাদ্য খেলে তার কিছু অংশ আমাদের শরীরে শক্তি তৈরী করে আবার কিছু অংশ মল আকারে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। কোন কারণে তদ্রুপ না বের হলে তা আমাদের নানান রোগের জন্ম দেয়। তদ্রুপ আত্মিক বৃদ্ধিও জন্য পরিপূর্ণ অনুতাপ বা অনুশোচনার খুব প্রয়োজন। আত্মিক খাবার হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য হৃদয়ে যতই ধারন করতে, ধ্যান করতে সক্ষম হবো ততোই আমরা অনুতপ্তশীল হয়ে ওঠব। অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ত্যাগের মত হৃদয়ের নোংরাগুলি বাহির হয় না। নিজের মন্দ কাজ, মন্দ মানসিকতা, লোভ, ছলনা, চাতুরী, প্রতারণা ইত্যাদির জন্য দুঃখিত হওয়া এবং এই সমস্ত অনৈতিক ক্রিয়া সকল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কাজের জন্য শোক করাকে অনুশোচনা বা অনুতাপ বলা চলে। অনুতাপের পরবর্তী ফল হতে পারে মনোভাবের পরিবর্তন। মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের বিষয় আসে এবং জীবন যাপনে পরিমিত বোধের

উদয় হয়। এই প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ সম্ভবপর হয়। ঈশ্বরের কৃপাকে ধরে রাখার জন্য প্রার্থনাশীল জীবন যাপন অব্যাহত রাখা খুব প্রয়োজন। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সাড়াদানের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অনুভূতি, মনোভাব, কাজ-কর্ম এবং মন পরিবর্তনে তাঁর অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় আকুলতার বড় প্রয়োজন। অনুতাপের মধ্য দিয়ে দুষ্টতার আসক্তি থেকে বাহির হওয়ার পথ বাতলে যায়। তাই পাপ মুক্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত হওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আত্মিক অবনতি ও নীতি ভ্রষ্টতার আবর্তন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অনুতাপ জাগতিক ঔষধের মত কাজ করে। দায়ুদের মত আমরা স্বীকার করতে পারি এই বলে যে "আমিই পাপ করেছি, আমিই অপরাধ করেছি।" দায়ুদ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে নীতিভ্রষ্ট হয়েছে কিন্তু সে তার সব অন্যায়ের জন্য নম্রভাবে ঈশ্বরের শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। ঈশ্বর আমাদের আত্মিক পরিবর্তনের দিকে খেয়াল রাখেন। আমরা যদি নিজ-নিজ মন্দ মানসিকতা ও কুপথ থেকে ফিরে আসি তাহলে আমাদের আচরণের দুষ্টতা প্রযুক্ত অমঙ্গলের চিন্তা থেকে ঈশ্বর ক্ষান্ত হন। ঈশ্বরের প্রথম ও প্রধান ইচ্ছা হল পাপীকে অনুগ্রহ দান করা। তিনি অনুতপ্তজনকে সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য অধীর হয়ে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা হল কোন মানুষ যেন ধ্বংস না হয় বরং সব মানুষ অনুশোচনা এবং ক্ষমা লাভের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনে ফিরে আসে। তাই যিশু লুক ১৩:৩ পদে বলেছেন "যদি মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই বিনষ্ট হইবে।"

দুই ধরনের মনো দুঃখের কথা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে; একটি পরিত্রাণজনক ও অন্যটি মৃত্যুজনক। ঈশ্বরের মতানুযায়ী যে মনোদুঃখ তা পরিত্রাণজনক, এ ধরনের মন হৃদয়ে পরিবর্তন উৎপন্ন করে। অপরপক্ষে যা অনুশোচনীয় নয়; জগতের মনোদুঃখ তা মৃত্যু সাধন করে। একটা প্রকৃত অনুতাপের ফল; অন্যটি মেকিকতা বা নকল অনুতাপের ফল। চিন্তার মধ্য থেকে মনোভাব আসে। তাই আমাদের শুদ্ধ চিন্তার জন্য ঈশ্বরের নিকট আকুলতা জানাতে হবে। পাপের বিষয়ে আমাদের চিন্তা যদি সঠিক হয় তবে তার ফলের বিষয়ে সঠিক চিন্তা আসে এবং সঠিকভাবে মন ফিরাতে বা অনুতপ্ত হতে পারা যায়। যে প্রকৃতভাবে মন ফিরাতে বা অনুতপ্ত হয় তার কাছে পাপ একটি ভয়ংকর এবং জঘণ্য বিষয় বলে সে ভাবতে পারে। কিন্তু তার অন্তরে যদি পাপের প্রতি আসক্তি থাকে তবে সে পাপ করতেই থাকবে। এতে বুঝে নিতে হবে যে, সে প্রকৃত মন ফিরাতে বা অনুতপ্ত হয় নাই। পাপের চেতনা পাওয়া আর অনুতপ্ত হওয়া এক বিষয় নয়। ঈশ্বর পাপকে ঘৃণার চোখে দেখেন। কেউ যদি সত্যিকারভাবে পাপের বিষয়ে সচেতন হয় তবে সেও পাপকে ঘৃণা করতে থাকবে। ফলে তার মধ্যে এমন একটা মনোভাব তৈরী হবে এবং সে প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠবে। সঠিকভাবে মনোভাবের পরিবর্তন দরকার। আমাদের মণ্ডলীগুলির অধিকাংশ মানুষই এই জায়গায় আটকে আছে। প্রকৃত মন পরিবর্তন এবং অনুতাপের ক্ষেত্রে তাদের হৃদয়ের যে অনুভূতি তার পরিবর্তন হচ্ছে না। যতটুকু বাহ্যিকভাবে দেখা বা বোঝা যায় তা শুধুই লোক দেখানো। পাপকে পাপ হিসাবে এবং এর ভয়াবহতা বুঝেও পাপের প্রতি আসক্তি থেকেই যাচ্ছে। পাপকে পাপ হিসাবে দেখার অন্তরচক্ষু সৃষ্টি হলেই কেবল তার অনুভূতি এবং অভিমতে পাপকে অবশ্যই ঘৃণা করতে শুরু করবে। প্রতিদিনের অভ্যাসবসত পাপগুলি ত্যাগ করার মনোভাব থেকেই প্রকৃত অনুতাপ সৃষ্টি হতে হবে। ভিতর থেকে মনে এবং স্বভাবে পরিবর্তন আসতে হবে এবং পাপকে ঘৃণা করতে হবে। অনুতাপের ফল যেন ক্ষণিকের জন্য নয় বরং স্থায়ী হয়।

যদি প্রত্যহ ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করি, কিন্তু পাপের ক্ষমা পাবার জন্য অনুতাপ না করি, তাহলে কি ঘটবে? অনুতাপ ছাড়া ধ্যান আমাদের গর্বিত ও অহংকারী করে তুলবে। অনুতাপ ছাড়া ধ্যানের ফল হ'ল গর্বিত ও অহংকারী মানুষ। অনেক সময় দুর্বল আমরা তা বুঝে উঠতে পারি না। তাহলে আত্মিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অথচ গর্বিত ও অহংকারী একজন মানুষের জীবনে কোন ধরনের আচরণ প্রকাশ পাবে। স্বার্থপরতা ও আত্মঅহংকার এবং ভীষণ আত্মকেন্দ্রিকতা। এই ধরনের লোকগুলো নিজেদের ইতিবাচক হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু অন্যদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং নেতিবাচকভাবে সমালোচনা করে। এরা এক ধরনের ভণ্ড। স্বার্থ ছাড়া ভালবাসা হলো ঈশ্বরীয় ভালবাসা। যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্য পড়ে ধ্যান করি এবং অনুশোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের নিজেদের ভিতরকার সব মন্দতা দূর করে দেই, তাহলে ঈশ্বর নিজ গুণে আমাদের নম্রতার গুণ দিয়ে দয়া ও ক্ষমাশীল মানুষে পরিণত করবেন। আমাদের জীবনে ব্যাক্তিগত অনুশোচনার হৃদয় সৃষ্টি করা আবশ্যক যাতে অনুতাপের মধ্য দিয়ে সব কালিমা বের হয়ে যেতে পারে। অনুতপ্ত হৃদয় ছাড়া ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করে সত্যিকারের কোন ফল হয় না। প্রকৃত মন পবিবর্তনকারী মানুষ হয়ে উঠতে পারি না। মাংসিক বা জাগতিক স্বভাব বৈশিষ্ট্যই থেকে যায় এবং প্রতিনিয়ত নিজেদের প্রাণের বিরুদ্ধে ভারী অমঙ্গল এবং পাপ কাজই চলমান থাকে। আজকে এবং এই মুহূর্তেই নিজের দুষ্টতার জন্য অনুতাপ করে বলা প্রয়োজন- হায়, হায়, আমি পাপ করেছি। আসুন, ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত ও উৎসাহী হয়ে ওঠি। নচেৎ খ্রিস্ট যিশুর মহৎ ইচ্ছাযুক্ত আশীর্বাদ আমার আপনার জীবন থেকে নির্বাণ হয়ে যেতে কতক্ষণ! প্রকৃত আনন্দময় জীবনে চলতে, আত্মাতে চলতে এবং আত্মাতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠতে যিহুদার মত চিৎকার করে স্বীকার করি "আমি পাপ করেছি।" মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে অনুতাপ ও বিশ্বাস নিয়ে যিশুর কাছে ফিরে আসা এবং তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বাস করা॥ ❑

প্রথম সূর্যদয়

মার্টিনা ব্রিজেট ত্রিপুরা

বহুদিন বহুবছর বহুযুগ ধরে
দেখা হয়নি আমার খোলা আকাশ
মন ভরে ভেজা হয়নি ভরা জোছনায়,
দেখা হয়নি কখনো আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা;
কেবলই দেখা হয়েছে শুষ্ক মরু।
আজ বহুদিন বহুবছর বহুযুগ পরে হঠাৎ
তোমারই হাত ধরে কাদম্বরীর মত
আমার প্রথম সূর্যদয় দেখা।
আহ্! ভোরের সূর্যদয়ও এত ভাল লাগে!
জীবনে প্রথমবার অনুরাগে বলে ওঠা
ভালোবাসি, ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি!
তোমার হাত ধরে আমার প্রথম স্বপ্ন দেখা
তোমার সঙ্গেই প্রথম আমার ব্যস্ত রাজপথে ভ্রমণ করা
উত্তপ্ত পিচঢালা রাজপথ, দীর্ঘ জ্যাম
কোন কিছুই ছুঁতে পারে না আমাদের।
মন চাই যেন এই জ্যাম শেষ না হয়;
হোক আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর
অন্তহীন হোক আমাদের এই পথ চলা।
পাশাপাশি দু'জনা, চোখে চোখে কথা হবে,
না বলা কথা বলা হবে, আরো হবে কত গল্প আর খুঁনসুটি
কত ষ্টেশন, দীর্ঘ রাজপথ, সিন্ধু, হিমালয় পিছনে ফেলে
হাতে রেখে হাত; এগিয়ে যাব শুধু দু'জন দু'জনাতে,
উড়ে চলা উত্তপ্ত ধূলিকণায়, ব্যস্ত রাজপথের কালো ধোঁয়ায়
কিংবা মেঘমালার ঐ বৃষ্টির ফোঁটায়
একটাই সুর ভেসে যাবে দূর-বহুদূর,
ভালোবাসি, ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি॥

প্রভুর সাথে ক্রুশের পথে

জ্যোৎস্না লেটিশিয়া কস্তা

হে আমার প্রভু, আমার পরিত্রাতা,
তুমি আমার এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য
যে যাতনাভোগ করলে তার হয় না তুলনা।
প্রভু আমি অতি হীন-পাপাচারী,
তোমার পিছু-পিছু যেতে চাই সেই কালভেরী।

প্রথম স্থান

পিলাতের আদেশে,
সৈন্যরা তোমায় জর্জরিত করে কশাঘাতে,
ক্ষত-বিক্ষত প্রভুর রক্ত ঝরে,
আহা প্রভু আমার মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে!
হৃদয়হীনেরা তোমায় কাটার মুকুট পরিয়ে
তিরস্কার করে তোমায় রাজা সাজিয়ে ।
কেউবা তোমার মুখে থু-থু দেয় ছিটিয়ে
কেউবা তেড়ে এসে যায় তোমায় চড়িয়ে।
কেউবা কাঁটার মুকুটটিতে আরো আঘাত হানে,
আহা পাষাণের দল, তোমার কষ্ট না মানে।
আমার প্রভুকে, তোমরা এভাবে মারলে!
ওহ্! প্রভু শুধু ওরা তো নয়,
আমিও যে ছিলাম ওদের দলে,
আমার তুমি শান্তি দাও প্রভু,
যে কোন কৌশলে।
(কিছুক্ষণ নিরবতা)
(প্রভুর প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

দ্বিতীয় স্থান

পিলাত ক্রুশীয় মৃত্যুর আদেশ দিলে,
নিষ্ঠুর দল উল্লাসে তোমায় নিয়ে চলে।
অতি ভারী এক কাষ্ঠ খণ্ডে,
ক্রুশ করে চাপিয়ে দেয় তোমার কাঁধে।
দুই চোরের মাঝে রেখে
নিয়ে চলে তোমায় ওরা পর্বতের পথে।
(কিছুক্ষণ নিরবতা)
হে যাতনাভোগী প্রভু, এ মহান যাত্রায়,
আমি তোমার সঙ্গী হতে চাই।
প্রভু, তুমি আমায় কষ্টভোগ শিখাও
তুমি আমাকে কষ্টের ক্রুশ বইতে দাও।
(প্রভুর প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

তৃতীয় স্থান

দেখি অন্তর চোখে, দেখি প্রভু আমার
চলেছ তুমি দুর্গম পথে, নিয়ে বোঝাভার
কিল-ঘুষি মেরে, টানাটানি করে,
পাষাণেরা নিয়ে যাচ্ছে, আমার প্রিয় প্রভুরে।
ওদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে
প্রভু আমার প্রথমবার গেলেন মাটিতে পড়ে।
নিষ্ঠুর সৈন্যরা বর্শার বাট দ্বারা আঘাত করে
মারতে-মারতে উঠাচ্ছে
আমার প্রভুকে টেনে হিচড়ে।
প্রভু আমার সবই সইছেন মুখ বুজে
ওদের পাপী মন পরম পরাক্রমশালী
প্রভু আমার কি লাঞ্ছনা না সহ্য করছেন,
ভেবে দেখ একবার!
(কিছুক্ষণ নীরবতা)
প্রেমের আঁধার তুমি আমার পাপের ভারে
গেলে পড়ে, শেখাও আমায়,
যেন পাপ দেই ছেড়ে
যেন তোমার মত কষ্টের পথে চলতে পারি।
প্রভু, আমার সমস্ত মন্দ পরিহার করি।
(প্রভুর প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

চতুর্থ স্থান

প্রভু আমার উঠে আবার
পথ চলতে লাগলেন
আর মা! শুধু এক নজর দেখতে পুত্রকে
আশায় দাঁড়িয়ে আছেন হায়, পথের বাঁকে
যখন দেখলেন পুত্রের এই ক্ষত-বিক্ষত মুখটি
তাঁর হিয়ার বিধিল কি তীব্র বিষের বর্শাটি
ওরে আমার নির্দয় হৃদয়,
শুধু একবার উপলব্ধি কর
সেই মহতী নারী, কাউকে তিরস্কার করলেন না,
কাউকে অভিশাপ দিলেন না,
সব নীরবে সইলেন।
(কিছুক্ষণ নীবরতা)
এ মায়ের কাছে শিখে নেরে কঠিন মন আমার
কিভাবে শত্রুর প্রতি সহনশীল হবি আবার
প্রভু, আমার কটু বাক্যের জন্য আমি
অতিশয় অনুতপ্ত
(প্রভুর প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

পঞ্চম স্থান

অধিক রক্তপাতে সৈন্যদের অত্যাচারে,
প্রভু পড়েন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে
ওদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়
হয়তো পথেই মৃত্যু হয় তোমার।
তবে তো ওদের আশা পূরণ হবে না,
ক্রুশের লজ্জাজনক মরণ তো তুমি পাবে না।
ক্ষমা কর প্রভু তোমাকে রক্ষা করার জন্য নয়,
তাই তারা সিরেনবাসী সিমনে
বাধ্য করে তোমার ক্রুশ বহনে।
(কিছুক্ষণ নিরবতা)
হায়রে মানুষ, হায়রে খ্রিস্টান,
আমরা এমনই হৃদয়হীন, এমনই পাষাণ।
প্রভু, তুমি আমার নিষ্ঠুরতা ক্ষমা করো,
আমার হৃদয় কোমলতায় ভর।
(প্রভুর প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

ষষ্ঠ স্থান

ঘর্মাক্ত, রক্ত সিক্ত, করুণ মুখখানা দেখে
ভেরোনিকা সাহস করে আসেন এগিয়ে,
এক খণ্ড শুভ্র বস্ত্রে,
প্রভুর মুখটি দিলেন মুছিয়ে
অতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ভরে।
আর তুমি তাকে পুরস্কৃত করলে মুহূর্তে
তোমার কষ্টভোগী মুখের ছবিটি গেল ওঠে বস্ত্রেতে।
আহ! প্রভু তুমি এতো ভালবাস ভক্তকে,
অনেক ভালবাসাও তুমি দিয়েছ আমাকে।
(কিছুক্ষণ নিরবতা)
আশীষ করো প্রভু যেন
ভেরোনিকার মত হতে পারি,
যে কোন অবস্থায় যেন তোমাকে স্বীকার করি।
প্রভু, আমার সকল অক্ষমতা ক্ষমা করো।
(প্রভুর প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

সপ্তম স্থান

ক্রমে-ক্রমে প্রভু আমার আরো দুর্বল হয়ে,
দ্বিতীয়বার ভূ-তলে পড়লেন লুটিয়ে।
ওহ! পাথরের আঘাতে তোমার মুখমণ্ডল,
ক্ষত-বিক্ষত হলো দেখি তো আমি
হতবিহ্বল।
আরো প্রচণ্ডভাবে কাঁটার মুকুটটি
আঘাত হানলো প্রভুর মস্তকে

আহা এরই মাঝে পাপীর দল
তোমার গলায় বাঁধা রশি সাজোড়ে টেনে তোলে।
ওহ! এ দৃশ্য আর সইতে পারছি না,
আমাকে দেখতেই হবে কারণ
আমিও যে ছিলাম ওদের মাঝে।
(কিছুক্ষণ নীবরতা)
নিপীড়িত প্রভু আমার নিষ্ঠুর মনকে
মমতায় ভরে দাও
কোমলতার বাঁধনে আমাকে বেঁধে নাও।
(প্রভুর প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

অষ্টম স্থান

প্রভু, তোমার এই অনির্বচনীয় কষ্ট দর্শনে
জেরুসালেমের নারীগণ বিলাপে
আকাশ-বাতাস ভরেন
আর তুমি তোমার জন্য ক্রন্দন না করে,
নিজেদের সন্তানের জন্য রোদন করতে বল।
আহা! প্রভু তবুও আমার মনে একটু সান্ত্বনা
যেখানে শুধু দৃশ্যে তিরস্কারই ছিলনা,
ছিল তোমার অগণিত ভক্ত যারা ভয়ে
এদিক ওদিক আড়ালে আবডালে
ছিল লুকিয়ে।
কিন্তু নারীগণ অতি কাতর কোন দুঃখে,
তাই তারা অশ্রু ঝরালো তোমার তরে প্রকাশ্যে।
(কিছুক্ষণ নীবরতা)
প্রভু, আমাকে এমন শিক্ষা দাও,
যেন এ নারীদের মত অন্যের কষ্টে অশ্রু ঝরাই।
(প্রভুর, প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

নবম স্থান

সূর্যের প্রখর উত্তাপ,
ক্রুশের ভার ক্ষুধা-পিপাসা,
সর্ব শরীরে কষ্ট মাথায় কণ্টক মুকুটের যাতনা,
সমস্ত কিছু সহ্য করে চলেছেন প্রভু এগিয়ে
অত্যন্ত দুর্বল হয়ে,
প্রভু আমার আবার পড়েন লুটিয়ে।
উহ্! একি করুণ দৃশ্য, ওহে পাপাচারী,
দেখে যাও। কি অবস্থা তোমার আমার প্রভুর।
ওরে নিষ্ঠুরের দল,
তোরা তো দয়া-মায়া হারিয়েছিস,
এ অবস্থায় প্রভুকে আমার মেরে মেরে
তুলছিস।
(কিছুক্ষণ নীবরতা)
ওহে, বলিকৃত মেষশাবক
ওদের সাথে আমিও তোমায় মেরেছি চাবুক,
হে কষ্টভোগী প্রভু,
আমার অন্তঃকরণ কোমল কর।
(প্রভুর, প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

দশম স্থান

অবশেষে প্রভু কালভেরীতে হলেন উপনিত,
শত্রুরা সজোরে বিবস্ত্র করে তোমার গা,
আহা আবার রক্ত ঝরে পড়ছে ক্ষত থেকে
রক্ত ঝরে পড়ছে কালভেরীর পাষাণ বক্ষে।
প্রভু, তুমি তো আমারই জন্য এ রক্ত
ঝরালে
রক্তের বন্ধনে আমাকে দায় বদ্ধ করলে।
(কিছুক্ষণ নিরবতা)
প্রভু, আমার জন্য তুমি বিবস্ত্র হলে,
এমন শিক্ষা দাও যেন এ দুষ্কর্ম না করি
কোন ছলে।
যাতনাভোগী প্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা করো।
(প্রভুর, প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

একাদশ স্থান

পাষণ্ডদের আত্মতৃপ্তি যেন আর না হয়,
তারা জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত আমার প্রভুকে
আর ছাড়ে না।
ক্রুশ কাষ্ঠের উপর ফেলে,
তোমাকে বিদ্ধ করে পেরেকে,
প্রথম হস্তদ্বয়, পরে বিদ্ধ করে পদদ্বয়কে।
কিভাবে মানুষ এমন নিষ্ঠুর হয়?
শুধু ওদের গাল-মন্দ করে নেই রেহায়
সাধু পৌলের কথামত মারাত্মক পাপে,
প্রতিবার আমি ক্রুশবিদ্ধ করি তোমাকে।
(কিছুক্ষণ নিরবতা)
প্রভু আমার তোমার এ বর্ণনাহীন
দুঃখ অপমানের বিনিময়ে,
যেন আমি আমার পাপ জীবন পরিত্যাগ করে
চলতে পারি সুন্দর পবিত্র জীবন নিয়ে।
প্রভু তুমি আমার প্রতি সদয় হও।
(প্রভুর, প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

দ্বাদশ স্থান

আহা, দয়াময় আমার কত যে পেয়েছেন যাতনা,
ক্রুশের 'পরে করে শেষ করা যায় না।
দেখ আমার পাপী চক্ষু দেখ, বিনা দোষে,
তিলে তিলে কি অমানবিক কষ্ট পেলেন
সৈন্যদের রোষে।
তিন ঘন্টা ত্রাতা আমার যাতনা সহ্য করে
নিজেকে সঁপে দিলেন মৃত্যুর ক্রোড়ে।
তৎক্ষণাৎ ঘটলো অদ্ভূত ঘটনা
কেঁপে উঠল ভূমি, বৃক্ষলতা, পাহাড়-পর্বত।
তখন সূর্যের কিরণ গেল নিভে
মন্দিরের পর্দা গেল ছিঁড়ে।
(কিছুক্ষণ নিরবতা)
ওহ! এতক্ষণ প্রভুর পিছন পিছন এসে,
যে ব্যথায় হৃদয়টা যাচ্ছিল ছিঁড়ে
মুহূর্তে যেন তা কোথায় গেল উবে
মনে হলো প্রভুকে আমার কেউ,
দিতে পারবেনা কোন কষ্ট
তিনি যে স্বয়ং খ্রিস্ট মোশীহ।
তিনি সব কষ্টকে জয় করলেন,
আমার প্রাণকে তিনি আশায় ভরালেন।
যারা এতক্ষণ করছিল লম্ফ-ঝম্ফ,
তাদের এবার শুরু হলো হৃদকম্প
প্রভু, তোমার হলো জয়, হলো জয়।
(প্রভুর, প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

ত্রয়োদশ স্থান

প্রভু, তোমার মৃত্যুর সাথে-সাথে
যেন সব পাল্টে গেল
যারা এতক্ষণ ভয়ে লুকিয়ে ছিল,
তারা বেরিয়ে এলো।
তোমার প্রিয়জনেরা আনল তোমায় নামিয়ে,
অতি যতনে দিল দুঃখিনী মায়ের কোলে,
কষ্টভোগী পুত্রকে বুকে নিয়ে
কঠিন শীলাময় ভূমি দিলেন অশ্রুজলে ভাসিয়ে,
এতক্ষণ তিনি পাষাণ বেঁধে বুকে
ঘুরছিলেন পাগলপ্রায় পথে-পথে।
(কিছুক্ষণ নীরবতা)
আহা অধম আমি, ঈশ্বরের মাতাকে দিয়েছি কষ্ট,
মাগো, তুমি আমায় ক্ষমা করো,
করো না আমায় বিনষ্ট
(প্রভুর, প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

চতুর্দশ স্থান

তোমার প্রিয় শিষ্যগণ তোমায়,
সুগন্ধি দ্রব্য মেখে,
শুভ্র বস্ত্রে রেখে দিল সমাধিতে
সমাধির মুখ বন্ধ করলেন
বৃহৎ এক খণ্ড পাথরেতে।
মায়ের বুকে তো অবশ্যই
নিজেরাও এক বুক পাথর চাপা কষ্ট নিয়ে,
ধীর শান্ত পদে তারা গৃহে গেল ফিরে।
আমি শুধু পাপী পড়ে রইলাম সমাধির পাশে,
কখন আমার পাপের ক্ষমা হবে সেই আশা নিয়ে।
(কিছুক্ষণ নিরবতা)
(প্রভুর, প্রার্থনা, প্রণাম মারীয়া, ত্রিত্বের জয়)

কবিতা তুই

খোকন কোড়ায়া

কবিতা তুই
আমার হয়ে থাকিস
বন্যা, খরা, বিপর্যয়ে
আমায় ভালো রাখিস।

খ্রিস্টের বাণীপ্রচারে আত্মনিয়োগ

অচেনা পথিক

একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। যেখানে আধুনিকত্বের ছোঁয়া এখনও পৌঁছায়নি। গ্রামটি দেখতে খুবই সুন্দর, প্রাঞ্জল ও মনোমুগ্ধকর। গ্রামটিতে রয়েছে প্রাচীন-প্রাচীন কারুকাজ ও স্থাপত্য। এই গ্রামেরই একটি প্রাচীন পুকুর যার নাম মায়াজাল। এই পুকুরটিকে কেন্দ্র করে রটেছে বিভিন্ন পৌরাণিক কথা যার উত্তর ও সঠিকতা আজও অনিশ্চিত। অনেকে গ্রামটিকে পৌরাণিক রুপকথার গ্রাম হিসেবে ডাকে আবার অনেকে বলে মায়াজাল। কিন্তু গ্রামটির আসল নাম হাসি-কান্না। গ্রামটিতে সর্বমোট কুঁড়িটি পরিবারের বসবাস। বিশ্বাসের দিক দিয়ে গ্রামবাসীগণ সবাই নাস্তিক। কেউ গাছ পূজা করে, কেউ আগুন পূজা করে, কেউবা আবার চন্দ্র-সূর্যকে পূজা করে। এগুলোই নাকি তাদের দেবতা। অপরিচিত কোনো লোকের কথা তারা বিশ্বাস করে না বরং অপরিচিত কাউকে দেখলেই গ্রামবাসী খুবই ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এমনও কথা প্রচলিত আছে যে, বেশ কয়েকজন অপরিচিত লোককে ওরা মেরে মাটি চাপা দিয়েছিল। কোন একদিন সেই গ্রামেই আবির্ভূত হল তিনজন ব্যক্তির, যাদের মধ্যে একজন ফাদার, একজন ব্রাদার ও অপরজন সিস্টার। ঘটনাটি ছিল এই রকম-কানু নামের এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি সেই গ্রামের গ্রাম প্রধান, যিনি ছিলেন তিন সন্তানের জনক। প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান ছেলে ও শেষটা ছিল মেয়ে। কানুর পরিবারের সবার মধ্যেই শান্তি ছিল শুধুমাত্র সে নিজে মাঝে মধ্যে অশান্তিতে ভুগতো, সবসময়ই চিন্তায় নিমগ্ন থাকতো গ্রাম, পরিবার এবং সমাজ নিয়ে। এই বুঝি কোন বিপদ আসবে বা এই বুঝি শত্রু আক্রমণ করবে। কোন একদিন গভীর রাতে সেই তিনজন ব্যক্তি কানুর গ্রামে প্রবেশ করলো। তাদের প্রত্যেকের পরনে ছিল ধবধবে সাদা রংয়ের ঝক্‌ঝকে পোশাক। সবাই যখন নিবিড় ঘুমে নিমগ্ন ঠিক তখনই তাদের আবির্ভাব। হাঁটতে-হাঁটতে তারা কানুর ঘরের সামনেই এসে দাঁড়াল। মৃদুকণ্ঠে ডাকতে শুরু করল, এই যে শুনছেন, বাড়িতে কেউ আছেন? পাঁচ-ছয় মিনিট ডাকার পরও কোন প্রকার সাড়া তারা পেল না। তারপর তারা আরও জোড়ে ডাকতে শুরু করলো। বাড়িতে কেউ আছেন? বাড়িতে কেউ আছেন নাকি? এইবার কানুর ঘুম ভাঙ্গল। কানু বলল, কে, কে এত রাতে? তারা বলল, আমরা ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার। কানু জিজ্ঞেস করলো, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার আবার কে? তারা উত্তর দিল, আমরা ঈশ্বরের সেবক। যেইমাত্র সে ঈশ্বরের নাম শুনলো তখনই সে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে দরজা খুললো। কানু দেখতে পেল সাদা ধবধবে রংয়ের পোশাক পরা দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। কানু তাদেরকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। এই রকম মানুষকে সে কোনদিনও দেখেনি। একটা পর্যায় কানু বলল, আসুন আপনারা, ঘরে আসুন। তখন তারা ঘরে গেল। তাদের কথোপকথন শুনে কানুর পরিবারের সবারই ঘুম ভেঙ্গে গেল। সবাই একত্রিত হয়ে তাদেরকে সঙ্গ দিল। এরপর কানু বলল, সত্যি করে বলুন তো মশাই আপনারা কে? তারা একে-একে উত্তর দিল আমরা ঈশ্বরের শিষ্য, আমি ফাদার বাণী, আমার পাশে বসা ব্রাদার প্রচার ও সবশেষ সিস্টার অভিযান। আমরা খ্রিস্টকে প্রচার করি। কানুর মেয়ে রেণু বলল, খ্রিস্ট আবার কে?। তাৎক্ষণাক ব্রাদার প্রচার বললেন, খ্রিস্ট হলেন মুক্তিদাতা। যিনি মানব হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, ঈশ্বরের বাণীপ্রচার করেছিলেন, মানব জাতির জন্যে মৃত্যুবরণ করেছেন ও সবশেষে ক্রুশে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন ও পুনরুত্থিতও হয়েছেন। ব্রাদারের কথা শুনে পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যে বাসনা জাগল, খ্রিস্টের জীবন কাহিনী শুনতে। এরপর কানুর বড় ছেলে জর্জ বলল, আপনারা কোথায় যাবেন? সিস্টার উত্তরে বললেন, আমরা তোমাদের সাথে থাকতে, তোমাদের দেখতে এখানে এসেছি ও সাথে নিয়ে এসেছি খ্রিস্টকে। আমাদের ঈশ্বর আমাদেরকে বলেছেন, এখানে আশাটা অত্যন্ত জরুরি। কানু ও তার পরিবার, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারের কথায় মনোমুগ্ধ হয়ে গেল। এরপর কানু বলল, ঠিক আছে আপনারা এখানেই থাকবেন, আমাদের সঙ্গেই থকবেন। ফাদার মাথা নেড়ে সাঁয় দিল ঠিক আছে, তাই হবে। পরদিন খুব সকালে কানুর মেয়ে স্বাধীনা জোরে-জোরে ঘন্টা বাজিয়ে গ্রামবাসীকে একত্রিত করলো। গ্রামবাসীর মনে শঙ্কা, কেনই বা আমাদের এত সকালে ডাকা হল। তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করছে, কোন বিশেষ কিছু আছে নাকি? তারা বসে আছে এমন সময় শুভ্র পোশাকে ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার ঘর থেকে বের হল। তাদেরকে দেখে গ্রামবাসী খুবই অবাক ও বিচলিত হলেন। ছোট ছেলে-মেয়েরা ভয়ে পালাতে লাগলো। একটা পর্যায় ফাদার বললো, এই যে শিশুরা তোমরা কোথায় পালাচ্ছ? এখানে এসে বস ও যিশুর জীবন কাহিনী শোন। বড়রা লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত হল তাদেরকে মারার জন্যে। এরপর কানু মাতব্বর বললেন, তোমরা শান্ত স্থির হয়ে বস। তখন সবাই শান্ত-স্থির হয়ে বসল। এরপর ফাদার বলল, ঈশ্বরপুত্র এই পৃথিবীতে এসেছেন মানব হয়ে, তিনি আমাদের সাথে থেকেছেন তেত্রিশ বছর, অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন যেমন, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান, মৃতকে নবজীবন দান, অপদূত তাড়িয়েছেন, রোগিকে সুস্থতা দান আরও কতো কি। ফাদারের কথায় গ্রামবাসীরা খুবই অবাক হল। তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো ঐ ব্যক্তির নাম কি? ফাদার বললেন যিশু। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, যিশু, যিশু আবার কে? ব্রাদার উত্তরে বললেন, যিশু হলেন ঈশ্বর পুত্র। লোকেরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, ঈশ্বর আবার কে? সিস্টার উত্তরে বললেন, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলে হল ঈশ্বর। লোকেরা ফাদার ব্রাদার ও সিস্টারের কথাগুলো শুনে খুবই সন্তুষ্ট হল। লোকেরা চিৎকার করে বলতে লাগল, আমরা চাই ওনারা এখানেই থাকুক। কানু মাতব্বরও মাথা নেড়ে সাঁয় দিল, আমিও তো সেটাই চাই যে ওনারা এখনেই থাকুক। এভাবেই ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারের থাকার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হল। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা তারা তিনজন আলোচনা করছিল গ্রামবাসীদেরকে নিয়ে, একটা পর্যায় সিদ্ধান্ত হল, ফাদার পালকীয় কাজ করবে অর্থাৎ প্রতিদিন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা, লোকদের বাড়ি-বাড়ি যাওয়া ইত্যাদি করবে। অন্যদিকে ব্রাদার ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষাদান করবে, গ্রামবাসীকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে ও সিস্টার ধর্মক্লাস নিবে, গ্রামের মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিবে। কথোপকথনের একটা পর্যায়ে ব্রাদার বললেন, আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে খ্রিস্টকে প্রচার করা, সবাইকে খ্রিস্টজ্ঞান দেওয়া, সবার মন পরিশুদ্ধ করা ও বাপ্তিস্ম দেওয়া। যেমন পরিকল্পনা তেমন কাজ। পরের দিন সকালে তারা তিনজনই বের হল গ্রাম পরিদর্শনে, সাথে ছিল কানু মাতব্বর। তারা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তাদের কর্ম-পরিকল্পনা সবাইকে জানাতে লাগলো। একদিন, দুইদিন, তিনদিন যাবার পর সবাই বেশি-বেশি করে খ্রিস্টজ্ঞান আহোরণ করল। গ্রামবাসীর সম্মতিক্রমে এক মাসের মধ্যে সবাইকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হল। পুরো গ্রাম কাথলিক গ্রাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করল। দেখতে-দেখতে অনেকগুলো বছর কেটে গেল। তাই ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার পরামর্শ করে কানু মাতব্বরকে গিয়ে বলল, মাতব্বর মশাই, আমাদের যে যাবার সময় হয়েছে, এখন আমাদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে। কানু মাতব্বর বললেন, কিন্তু কেন? সিস্টার উত্তরে বললেন, স্বয়ং যিশুই আমাদের বলেছেন, তোমরা জগতের সবত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার *(মার্ক ১৬:১৫)*॥ ❑

ধর্মক্লাসে স্বর্গ, নরক ও মধ্যস্থানের কথা

মাস্টার সুবল

আমি যখন নাগরী সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণিতে পড়ালেখা করি, তখন আমাদের ধর্মক্লাসের শিক্ষক ছিলেন

শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় নাইট ভিনসেন্ট স্যার। আমরা ক্লাসের ছাত্রগণ একদিন ধর্মক্লাসে স্যারকে, আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের আত্মার স্বর্গ, নরক ও মধ্যস্থানে গমন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিলাম। আমরা তখন যদিও যুবক ছিলাম, তবুও স্যার আমাদের প্রশ্নের উত্তরে যা বুঝিয়েছিলেন তা আমি আমার এ লেখায় ছোট ভাই-বোনদের সাথে সহভাগিতা করতে চাই।

স্যার এ বিষয়ে আমাদের বুঝিয়েছিলেন, স্বর্গ আর নরক হলো, মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার অনন্তকালের স্থায়ী বাড়ি। মধ্যস্থান হলো অস্থায়ী বাড়ি। এর কারণ, পৃথিবী ধ্বংসের পর স্বর্গ ও নরক অনন্তকাল থাকবে, কিন্তু মধ্যস্থান আর থাকবে না। স্যার আমাদের বুঝিয়েছিলেন, ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা এবং মণ্ডলীর ছয় (বর্তমানে পাঁচ) আজ্ঞা পালনে যারা পাপমুক্ত আত্মা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তাদের আত্মা স্বর্গে যাবে। যারা ঐ আজ্ঞাগুলো পালনে ব্যর্থ হয়ে গুরুপাপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তাদের আত্মা নরকে যাবে। যারা গুরুপাপ নয় কিন্তু লঘুপাপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তাদের আত্মা মধ্যস্থানে যাবে। মধ্যস্থান হলো প্রায়শ্চিত্তের স্থান। প্রায়শ্চিত্ত শেষে আত্মা পাপমুক্ত হলে আত্মা স্বর্গের অধিকারী হয়। স্যার আমাদের ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা, মণ্ডলীর ছয় আজ্ঞা, গুরুপাপ ও লঘুপাপ সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝিয়েছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন, পৃথিবী ধ্বংসের পর যত আত্মা মধ্যস্থানে যাবে ঐ আত্মাগুলোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ হলে মধ্যস্থান বিলুপ্ত হবে। মধ্যস্থান আর থাকবে না, শুধুমাত্র থাকবে স্বর্গ আর নরক।

আমার ছোট ভাই-বোনেরা, তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমরা ধর্মক্লাসে আত্মার বিষয়ে শিক্ষকদের অনেক প্রশ্ন করতে পার। প্রতিদিন অল্প হলেও পবিত্র বাইবেল পাঠ করতে চেষ্টা করবে কেমন? ❑

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

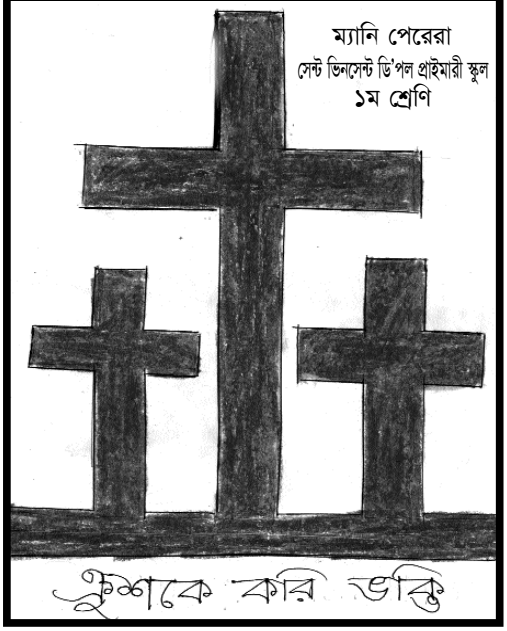

শান্তি নগর গড়ো

মতেন্দ্র মানখিন

স্বার্থপরতা বড় অন্তরায় মহৎ ও সৃজনশীল কাজে
সৃষ্টি করে জলশূণ্য মেঘ
আত্মকেন্দ্রীক সংকীর্ণতা জীবন ও জগৎ।

কোথায় ফুটবে ফুল? বির্শীণ-শাখা-প্রশাখা
ফুটে ওঠে না কুঁড়ি ও কোমল সুন্দর
মূল্যবোধ
নিস্বার্থপ্রেম- অবিরল জলধারা
গড়ে ওঠে না মর্মবাণী মানুষ মানুষের জন্য।

ক্ষুন্ন হয় ত্যাগ জীবনের চালচিত্রে
খ্রিস্টচরিত জীবন
ভালবাসার আদর্শ হতাশা দহন
শুধু দেখি ক্লিষ্টমুখ অসহায় আর্তনাদ
ক্ষুধার তীব্র আগুন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়
ফুটপাথে
রাস্তায়, কে ওদের আহার দিবে?

যিশু বলেছেন- 'তোমরা ওদের খাবার দাও আর
শান্তিনগর গড়ো।' দেখি না কোথাও-
সহৃদয় ভালবাসা মাদার তেরেজার মত
চোখের সামনে মহৎ দৃষ্টান্তের আলো
তবু চোখ মেলে তাকায় না স্বার্থান্ধ মানুষ
শুধু গাড়ী-বাড়ি-নারী নিয়ে ব্যস্ত কাটায় দিন॥

আমার নিবেদন

সপ্তর্ষি

নিবেদন আমার তোমার চরণে
এই জগতে তৃষিত মোর প্রাণ
যেখানে আমি যাই না কেন
থেকো তুমি মোর পাশে।

দূর সীমানায় যেথা যাই না কেন
আমি তোমারই সাথে থাকবো
স্মরণে রেখো আমার কথা
এই মোর জীবনের চাওয়া।

তোমাকেই খুঁজিব এই ধরণীতে
অন্তরালে ভাই মানুষের মাঝে
তোমার চরণে সঁপিব জীবন
এই মোর প্রার্থনা করি নিবেদন।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

কভিড -১৯ শিক্ষা দেয় আমরা সবাই একই মানবজাতির

- পোপ ফ্রান্সিস

গত ২০ মার্চ রোজ শুক্রবার 'লা স্টাম্পা' নামে একটি পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে পোপ ফ্রান্সিস করোনাভাইরাসের কারণে 'প্রত্যেকের' দুঃখ ও যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। শুধুমাত্র একসাথে আবদ্ধ থাকার মনোভাব রাখার মধ্য দিয়েই আমরা মানবজাতি বেঁচে থাকতে পারবো। পোপ মহোদয় এ সময়টিতে আমাদেরকে প্রায়শ্চিত্ত করার সাথে-সাথে মমতা ও আশা রাখতে বলেন। আমাদের দরকার নম্রতা। কেননা আমরা প্রায়ঃশই ভুলে যাই যে, আমাদের জীবনেও অন্ধকার সময় আছে। আমরা মনে করি অন্ধকার সময়টা অন্যের। কিন্তু এই সময়টা সকলের জন্যই অন্ধকারের। প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদেরকে শিক্ষা দেয় অন্যদের সাথে বিশেষ করে যন্ত্রণাকাতরদের সাথে একাত্ম হতে। আর এজন্য পোপ মহোদয় জোর দিয়েছেন প্রার্থনার উপর। প্রার্থনা আমাদেরকে আমাদের ভঙ্গুরতা/দুর্বলতা বুঝতে সহায়তা করে। বর্তমানে এটি ডুবন্ত মানুষের কান্না যারা একাকী ও বিপদ অনুভব করছে। এমনি কঠিন সময়ে এটি মনে রাখা দরকার যে, প্রভু আমাদের সাথে আছেন। বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি, পোপ মহোদয়। তিনি বলেন, আমরা সকলেই বিপদের মধ্যে আছি এবং আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। যারা একাকী এবং পরিবারের যত্ন ছাড়াই মারা যাচ্ছেন তাদের কথাও স্মরণ করেন পোপ ফ্রান্সিস। যারা কিছু না বলেই মৃত্যুবরণ করছেন তাদের বিদায়টা জীবিতদের জন্য ক্ষত হয়েই থাকবে। যে সকল নার্স, ডাক্তার এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ অক্লান্তভাবে করোনাভাইরাস আক্রান্তদের সেবা করে যাচ্ছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। আহ্বান করেন যেন তারা ধৈর্য ও দয়া দিয়ে পরিবারের সদস্যদের পাশে দাঁড়ান।

পোপ মহোদয়ের বিশেষ আশির্বাদ দানের কথা ঘোষণা

গত রবিবার পোপ ফ্রান্সিস সকল খ্রিস্টভক্তকে আহ্বান করেন যেন তারা মহামারী করোনাভাইরাস রোধে প্রার্থনা, মমতা ও কোমলতার মধ্য দিয়ে সাড়া দেয়। তিনি বলেন, এসো আমরা একতাবদ্ধ থাকি। যারা একাকী ও পরিশ্রান্ত সেসকল ব্যক্তিদের সাথে এসো আমরা ঘনিষ্ঠতা অনুভব করি। দূত সংবাদ প্রার্থনা আবৃত্তির পর পোপ

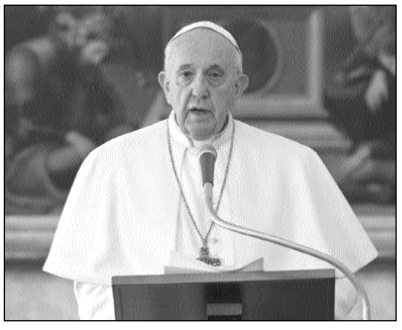

মহোদয় সকল খ্রিস্টানদের তার সাথে প্রার্থনায় একাত্ম হতে বলেন, মহামারীর ভয়ে মানবতা যখন কাঁপছে এই দিনগুলোতে আমি খ্রিস্টানদেরকে অনুরোধ করি যেন আমরা সবাই স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আমাদের কাতর মিনতি তুলে ধরি।

২৫ মার্চ দূত সংবাদ পর্বদিনে পোপ মহোদয় মণ্ডলীর সকল পরিচালকদের, খ্রিস্টানসমাজের নেতৃবর্গ এবং খ্রিস্টবিশ্বাসের সকল ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ করেছেন প্রভু যিশুর শেখানো 'প্রভুর প্রার্থনা' / হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ' প্রার্থনাটি করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ডাকতে যাতে করে প্রভু ঈশ্বর তাঁর শিষ্যদের সম্মিলিত প্রার্থনা শুনেন।

পোপ মহোদয় এ ঘোষণাও দেন ২৭ মার্চ তিনি কিছু সময়ের জন্য সাধু পিতরের বাসিলিকার ঠিক সম্মুখভাগের খোলা চত্বরে প্রার্থনা পরিচালনা করবেন। তিনি আহ্বান করেন যেন সকলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে আধ্যাত্মিকভাবে এ প্রার্থনানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এ প্রার্থনানুষ্ঠানে থাকবে বাইবেল পাঠ, অনুনয় প্রার্থনা, পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা এবং শেষ হবে বিশেষ আশির্বাদ প্রদানের মধ্য দিয়ে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগি, যারা এ রোগিদের সেবাযত্ন করছে সেই সেবাকারিদের এবং এ প্রার্থনানুষ্ঠান যারা সরাসরি শুনবেন তাদের পূর্ণ দণ্ডমোচন লাভের সম্ভাবনার কথাও বলেন তিনি। রোম নগরী ও বিশ্বের জন্য এ আশির্বাদ দান (Urbi et Orbi) সাধারণত বড়দিন ও পুনরুত্থানের দিন সাধারণত দেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র: news.va

মহামারী করোনাভাইরাস মোকাবেলায় স্বাস্থ্যসেবীদের সাথে পুরোহিতদেরকেও এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান পোপ ফ্রান্সিস

পোপ ফ্রান্সিস যাজকদের অনুরোধ করেন তারা যেন অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যাওয়া ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগীতা করা এবং নিজেদের ও অন্যান্যদেরকেও সুরক্ষিত রাখার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

পোপ ফ্রান্সিস তাঁর দৈনন্দিন সকালে খ্রিস্টযাগের এক সরাসরি সম্প্রচারের অনুষ্ঠানের সময় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অসুস্থ ব্যক্তিদের ও স্বাস্থ্যসেবীদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন। তিনি গত ১০ মার্চ সাধ্বী মার্থার চ্যাপেলে উক্ত খ্রিস্টযাগের সময় বলেন-

"আসুন আমরা প্রভুর কাছে আমাদের যাজকদের জন্য প্রার্থনা করি তারা যেন মঙ্গলবাণীর শক্তিতে ও খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে আরও সাহসিকতার সাথে অসুস্থ ব্যক্তিদের কাছে যেতে পারেন এবং স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে একযোগে কাজ করে যেতে পারেন।"

ভাতিকান প্রেস অফিসের পরিচালক মাত্তেও ব্রুনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে লিখিত প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন "ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত স্বাস্থ্য নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পোপ যাজকদের করণীয় সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।"

উল্লেখ্য যে, গত ১০ মার্চ ২০২০, পোপ ফ্রান্সিস তাঁর ভাতিকান বাসভবন এর সাধ্বী মার্থার চ্যাপেলে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি এড়াতে এই সপ্তাহে ২য় বারের মত একাকী খ্রিস্টযাগ উদ্‌যাপন করেছেন।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান

স্বপন রোজারিও ▮ গত ১৭ মার্চ, সকাল ৮টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন করা হয়। তেজগাঁও ধর্মপল্লী, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে হলি রোজারি গির্জায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় ৪০০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগে জাতির পিতার আত্মার-কল্যাণে, বাংলাদেশ ও বিশ্বের মানুষ যেন করোনাভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়। খ্রিস্টযাগের পর জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকীর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও জন্মদিনের কেক কাটা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকার মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী সদস্য ও ঢাকা ক্রেডিটের পরামর্শক উপাধ্যক্ষ রেমন্ড আরেং, তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সুব্রত বি গমেজ, জন ভিয়ানী হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ফাদার কমল কোড়াইয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির সমন্বয়ক ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু ও সেক্রেটারি ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া, তেজগাঁও ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার কল্লোল এল রোজারিও, এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জোনাস গমেজ, যুগ্ম মহাসচিব যোসেফ ডি' সরকার, শিক্ষা সম্পাদক প্রিন্সিপাল ডানিয়েল শিকদার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জন অরুনেশ বাড়ৈ, যুব বিষয়ক সম্পাদক মাইকেল গমেজ, দপ্তর সম্পাদক স্বপন রোজারিও, নির্বাহী সদস্য পিটার রতন কোড়াইয়া, ভিক্টর রে প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে নারী দিবস উদ্‌যাপন

সাধনা ডিখার ▮ গত ৮মার্চ, রবিবার, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত সেন্ট প্যাট্রিকের গির্জা, জাফলং ধর্মপল্লীতে নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে ১জন ফাদার ও ১৪০জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের সকাল ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা, জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগে পাল-পুরোহিত নারীদের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন। তিনি তার উপদেশে নারীদের সেবাক্ষেত্রে যে পদচারণা রয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, মণ্ডলী তথা বিশ্বে নারীরা অনেক অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন তাদের অবদানের মধ্য দিয়েও দেশ তথা বিশ্ব সমৃদ্ধ হচ্ছে, সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। খ্রিস্টযাগের পর নারীদের ফুলেল শুভেচ্ছা দেয়া হয়। ওয়েলকাম লম্বা নারী দিবসের তাৎপর্য সহভাগিতা করেন। জোছনা ডিখার নারীরা কিভাবে আরও এগিয়ে যেতে পারে ও অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে সহভাগিতা করেন। ইসাবেলা লামিন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, তারা আজ অনেক আনন্দিত কারণ তাদের কথা আজ বিশ্ব বিশেষভাবে চিন্তা করছে। পরে দুপুর ১২:৩০ মিনিটে উক্ত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়॥

শিশু মঙ্গল উদ্‌যাপন-২০২০ খ্রিস্টাব্দ সংবাদ

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ॥

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে শিশু মঙ্গল সেমিনার

"তোমরাও প্রেরিত"- এই মূলসুর কেন্দ্র করে গত ৫ মার্চ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্যোগে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে অর্ধদিবসব্যাপি এক শিশুমঙ্গল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শিশুদের র‍্যালি এবং পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ ও সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনারটি আরম্ভ হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার কাজল লিনুস পিউরীফিকেশন ও ফাদার সেন্টু জাখারিয়াস কস্তা। উপদেশে ফাদার বলেন, "শিশুরা সরলতার মধ্য দিয়ে অন্যের কাছে প্রেরিত হয় এবং শিশুরা সহজ-সরল বলে সব কিছু ভুলে গিয়ে সবার সাথে মিশতে পারে। সরলতার কারণে শিশুরা সহজেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে।" খ্রিস্টযাগের পর ফাদার সেন্টু কস্তা মূলসুরের ওপর বক্তব্য রাখেন। এরপর এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এরপর এনিমেটরদের পরিচালনায় শিশুদের নিয়ে রোজারিমালা প্রার্থনা এবং এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি বিতরণ করা হয়। পরিশেষে ছিল টিফিন বিতরণ ও পাল-পুরোহিত কতৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন। সেমিনারে ২৪৫জন শিশু এবং ৪০জন এনিমেটর অংশগ্রহণ করেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ, সহকারি পাল-পুরোহিত এবং সিস্টার মেরী অঞ্জলি এসএমআরএ॥

ভাদুন ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির উদ্যোগে "তোমরাও প্রেরিত "- এই মূলসুরের ওপর গত ৬ মার্চ ভাদুন ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে অর্ধদিবসব্যাপি এক শিশুমঙ্গল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও শুভেচ্ছা বক্তব্য। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল কমিটির নতুন পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়াকে বরণ করে নেয়া হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার এলিয়াস পালমা, ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া এবং অত্র ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রলয় আগস্টিন ক্রুশ। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার প্রলয় আগস্টিন ক্রুশ মূলসুরের ওপর বক্তব্য রাখেন। টিফিন বিরতির পর এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার এবং শিশুদের পরিচালনায় ক্রুশের পথ অনুষ্ঠিত হয়। ফাদার প্রলয় আগস্টিন ক্রুশ এবং সিস্টার মেরী তৃষিতার এসএমআরএ-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অর্ধদিবসব্যাপি শিশু মঙ্গল সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ১১০জন শিশু, ২০জন এনিমেটর, ৮জন সিস্টার এবং ৩জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

নাগরী ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির উদ্যোগে "তোমরাও প্রেরিত"- এই মূলসুরের ওপর গত ১৩ মার্চ নাগরী ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে অর্ধদিবসব্যাপি শিশুমঙ্গল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ক্রুশের পথের মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু হয়। অতঃপর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। একইসাথে সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ও সিস্টার মেরী ফ্লোরেন্স সকলের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বাণী রাখেন। মূলসুরের ওপর বক্তব্য রাখেন ফাদার কাউন্ট রোজারিও। এরপর ছিল বাইবেলভিত্তিক অভিনয়, শ্লোগান, বাইবেল কুইজ এবং পুরস্কার বিতরণী। এরপর এনিমেটরদের পরিচালনায় শিশুদের নিয়ে রোজারিমালা প্রার্থনা এবং যিশু ও মা মারীয়ার ছবি বিতরণ করা হয়। সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার সেন্টু কস্তার ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং টিফিন বিতরণের মধ্য দিয়ে অর্ধদিবসব্যাপি শিশুমঙ্গল সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ২৫০জন শিশু, ৫০জন এনিমেটর, ৬জন সিস্টার এবং ৩জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন। সহযোগিতায় ছিলেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ এবং সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার সেন্টু কস্তা ও সিস্টারগণ এবং সিস্টার মেরী অঞ্জলি এসএমআরএ ও ঝর্ণা ক্রুশ॥

মরিয়ম ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার আলবার্ট সরেন ▮ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, মরিয়ম ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। মুলসুর ছিল "আমাদের শিশুদের জীবনে ভবিষ্যতের চেয়ে বতমানের গুরুত্ব বেশি।" সকাল ৯টায় খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি, পাল-পুরোহিত, আর্চবিশপস্ হাউস, চট্টগ্রাম এবং সহযোগিতা করেন ফাদার আলবার্ট সরেন, পাল-পুরোহিত, মরিয়ম গির্জা, দিয়াং। তিনি তার সহভাগিতায় শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দেন। এরপর র‍্যালী এবং শিশুদের মধ্যে প্রার্থনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন ও বিভিন্ন খেলাধুলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরে দুপুরের আহার ও পুরস্কার বিতরণীর পর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবার্ট সরেন সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার দিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে ছেলেমেয়েদের প্রায়শ্চিত্তকালীন সেমিনার

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ ▮ গত ১৩ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের প্রায়শ্চিত্তকালীন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রায় ৪১০জন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সেমিনারে প্রায়শ্চিত্তকালীন তপস্যা এবং মূল্যবোধ সম্বন্ধে সহভাগিতা করেন ফাদার ফিলিপ তুষার। এছাড়াও প্রায়শ্চিত্তকালীন ভিডিও চিত্র প্রদর্শন এবং শ্রেণীভিত্তিক বাইবেল কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে টিফিনের পর ছেলে-মেয়েদের পরিচালনায় ক্রুশের পথ এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার আলবিন গমেজ। খ্রিস্টযাগের পরে

পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রায়শ্চিত্তকালীন সেমিনার শেষে তুমিলিয়ার ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ অংশগ্রহণকারী ও সহায়তাকারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। দুপুরে আহারের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালীন সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি. -এর আর্ন্তজাতিক নারী দিবস-২০২০

প্লাবন কলিন্স পালমা ▮ গত ৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যবস্থাপনায় সমিতির নিজস্ব জমিতে প্রায় ৩ শতাধিক সদস্যাদের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত দিবসের মূলসুর ছিল- "মর্যাদায় গড়ি সমতা"। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সভাপতিত্ব করেন মহিলা কমিটির সহ-আহ্বায়ক সাবিত্রী চিরান। উপস্থিত ছিলেন নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মার্টিন এস. পেরেরা, সহ-সভাপতি হিলারিশ হাউই, সম্পাদক শুভজিৎ সাংমা, কোষাধ্যক্ষ বেঞ্জামিন মধু, পরিচালক পলাশ রোজারিও, রনি মাইকেল গোমেজ, নয়ন ডি' ক্রুজ ও সুপারভাইজরী কমিটির সদস্য জন নির্মল কস্তা এবং বিমল রোজারিও। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমিতির বর্তমান উপদেষ্টা ও দি মেট্রোপলিটন খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি.-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এলয়সিয়াস মিলন খান, সম্মানিত উপদেষ্টা রাফায়েল রোজারিও ও নটর ডেম কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা রুবী ইমেল্ডা গমেজ। মহিলা কমিটির সদস্য সচিব তথা ক্রেডিট কমিটির সদস্য লিজা ডি'ক্রুশের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উক্ত দিনের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে লিজা ডি' ক্রুশ সকলের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নটর ডেম কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা রুবী ইমেল্ডা গমেজ। তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূলসুর এর ওপর বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি সমাজ থেকে নারী ও পুরুষের বৈষম্যতা দূর করে নারীদের সমমর্যাদা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। পরিশেষে, সহ-সভাপতি হিলারিশ হাউই এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীতে দ্বিতীয় বার্ষিক আত্মিক উদ্দীপনা বড়সভা

অনিক যোসেফ বিশ্বাস ▮ গত ২০-২২ ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বরিশাল ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত নারিকেলবাড়ী

ধর্মপল্লীতে প্রায়শ্চিত্তকালীন সময় যেন বিশ্বাসী খ্রিস্টভক্তজনগণ আত্মিকভাবে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করতে পারে এ লক্ষ্যে "দ্বিতীয় বার্ষিক আত্মিক উদ্দীপনা বড়সভা" আয়োজিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন ফাদার লিটন ফ্রান্সিস গোমেজ পাল-পুরোহিত এবং অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ভিকার। ড ডায়োসিসের মূলভাব কেন্দ্র করে "শিশু যত্ন, মণ্ডলীর উন্নয়ন এবং নবীণ-প্রবীণের সংলাপ" বিষয়টিকে ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় ফাদার লরেন্স লেকাভালী গোমেজ রোজারীমালার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সহভাগিতা করেন। এরপর আলোক শোভাযাত্রার মাধ্যমে জপমালা প্রার্থনা করেন।

বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি মূলভাব সহভাগিতা করে বলেন, শিশু সুরক্ষা ও তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ লক্ষে সকলের সহযোগিতার করতে হবে। তিনি যুবা প্রসঙ্গে আরো বলেন, যুবদের প্রযুক্তিগত আসক্তি হতে দূরে রাখতে পরিবারকেই গঠনমূলক আদর্শ ও শিক্ষা প্রদান করতে হবে এবং তাদের সুষম মনোবিকাশের জন্য অনুপ্রেরণামূলক সহায়তা করা। যুবারা মণ্ডলীর প্রেরণকার্যে ও মতবিনিময় এবং মতপ্রকাশে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ফাদার সৃজন চিন্না পান্না এসজে এর পবিত্র বাণী সহভাগিতার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক ও শারীরিক নিরাময়তা ও বহুরোগীর আরোগ্যময়তার জন্য প্রার্থনা এবং পবিত্র তৈললেপন করেন। পবিত্র আরাধনা ও পবিত্র ক্রুশের ধ্যান প্রার্থনা এবং ক্রুশচুম্বন করা হয়।

ঢাকা আর্চ-ডায়োসিসের কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বিশপ শরৎ এবং তাঁদের স্টাফগণ পরিবার পরিদর্শনের জন্য আসেন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি বলেন, খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ খ্রিস্টকেন্দ্রীক বিশ্বাস নিয়ে তাদের আত্মিক উন্নয়নের জন্য ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনায় মিলিত হয়েছেন। যা এই প্রায়শ্চিত্তকালে তাদের আরো বেশি খ্রিস্টমুখী হতে এবং বিশ্বাসে দৃঢ় হতে সহায়তা করবে।

বিশপ শরৎ গমেজ বলেন, আত্মিক উদ্দীপনা বড়সভা প্রার্থনা অনুষ্ঠানটি স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীকে অনেক বেশি শক্তিশালী করবে। যাতে তারা দয়াময় পিতার পুত্র যিশুকে হৃদয়ে ধারণ করতে ও উপলব্ধি করতে পারে।

পরিশেষে ফাদার লিটন ফ্রান্সিস গোমেজ পাল-পুরোহিত,অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ভিকার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন॥

বরিশালে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের খ্রিস্ট বিশ্বাসের যাত্রা

এডওয়ার্ড হালদার ▮ "আমি জ্বালিয়ে রেখেছি আশার প্রদীপ" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে গত ৫-৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের বিশ্বাসের যাত্রা

অনুষ্ঠিত হয়। ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধন করেন ভিকার জেনারেল ফাদার লাজারুস কানু গমেজ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার অসীম গনসালভেজ সিএসসি, ফাদার সুবাস কস্তা সিএসসি, সিস্টার নির্মলা সিএসসি, জর্জ সুপার, অনিক গোমেজ, সিস্টার মেরী লাকী গোমেজ, যোয়াকিম বালা, পল রায় প্রমুখ। "আমি জ্বালিয়ে রেখেছি আশার প্রদীপ" এই মূলসুরের আলোকে সহভাগিতা করেন বিশপ থিয়োটনিয়াস গোমেজ সিএসসি। বিকালে ক্রুশের পথের পরে বিশেষ ভাই-বোনদের পা ধোঁয়ানো অনুষ্ঠান ছিল। উক্ত দিনে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। এরপর পাপস্বীকার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও প্রোগ্রামে আরো ছিল, তাদের হাতের কাজ, খেলাধুলা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, সাগরদী, বরিশালে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের খ্রিস্টবিশ্বাসের তীর্থযাত্রা করা হয়। অংশগ্রহণকারী, স্বেচ্ছাসেবকসহ ১১৮জন অংশগ্রহণ করেন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের চন্দনাইশ উপজেলায় পিয়ার লিডার ও কো-লিডারদের কর্মশালা প্রতিবেদন ২০২০

ভিনসেন্ট ত্রিপুরা ▮ গত ৪ মার্চ' ২০২০, বরকল এস. জেড উচ্চ বিদ্যালয়, চন্দনাইশ,

চট্টগ্রাম এর পিয়ার লিডার ও কো-লিডার দলের ৩৩ জন ছেলে এবং ২৪জন মেয়ে, প্রধান শিক্ষক, ইউপি সদস্য, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা এবং অন্যান্যসহ সর্বমোট ৮০জন উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: জাফর আহম্মদ, প্রধান শিক্ষক, বরকল এস জেড উচ্চ বিদ্যালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লতিকা কস্তা, মাঠ কর্মকর্তা, প্রকল্প অফিস, ঢাকা।

কর্মশালায় পিয়ার এডুকেটরদের দায়িত্বসমূহ, পিয়ার এডুকেশন কর্মসূচির সুবিধা এবং সুফল, গুণাবলি ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়।

জসিন্তা দাশ, সহকারী মাঠ কর্মকর্তা, প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প এর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালা কর্মসূচী পরিসমাপ্তি ঘটে॥

রামপুরা পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহে ধন্য বাসিল মরো'র প্রতিকৃতি স্থাপন

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি ▮ গত ২ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার, ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহের চ্যাপেলে মহাসমারোহে পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনী মরো'র প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। বিকালে সাধনা গৃহে এক সমবেত অনুষ্ঠানে ধন্য মরো'র প্রতিকৃতি শোভাযাত্রার মাধ্যমে চ্যাপেলে স্থাপন এবং তা আশীর্বাদ করেন পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের প্রদেশপাল ফাদার জেমস ক্লেমেন্ট ক্রুশ সিএসসি। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জেমস ক্রুশ, সিএসসি। তিনি খ্রিস্টযাগের উপদেশে বলেন, ধন্য মরো আমাদের নিবেদিত জীবনের প্রেরণা। ফরাসী বিপ্লবের পর মণ্ডলীতে তিনি ছিলেন প্রবক্তাসরূপ। আজ ঈশ্বর ও মণ্ডলীর প্রয়োজনে তাঁর মত আমাদেরকেও আরো বীরত্বপূর্ণ প্রেরণকাজ করতে হবে। আমাদেরকেও তাঁর মত পবিত্র আরাধ্য সংস্কার ও ক্রুশমূর্তির দিকে তাকিয়ে থেকে যেকোন প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হবে।

খ্রিস্টযাগে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ছয়জন ফাদার, সাধনা গৃহের একুশ জন স্কলাস্টিক সেমিনারীয়ান ও স্বল্প সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগ শেষে সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহের পরিচালক ফাদার প্রশান্ত নিকোলাস ক্রুশ সিএসসি॥

রাজাই ধর্মপল্লীর বরুঙ্গাঁ ছড়ায় চ্যাপেল উদ্বোধন

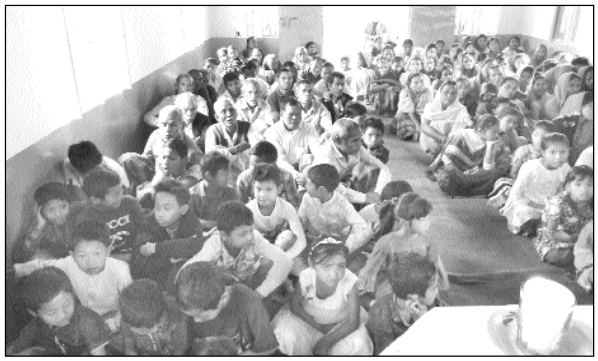

নন্দন চাম্বুগং ▮ সিলেট ধর্মপ্রদেশের রাজাই সাধু আন্তনীর ধর্মপল্লীর অধীনে বরুঙ্গাঁ ছড়ায় ২৩ ফেব্রুয়ারী, রবিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে এক চ্যাপেল উদ্বোধন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, রাজাই ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার যোসেফ তপ্নসহ আরও ১জন যাজক ও ৩৫০জন খ্রিস্টভক্ত। সকাল ১১টায় খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ। তিনি তাঁর উপদেশে বলেন, আমাদের দেহ হল মন্দির, পবিত্রাত্মার মন্দির; একে পবিত্র রাখার দায়িত্ব আমাদের। এই দিনটি আমাদের এই ধর্মপল্লীর সবার জন্য একটি আশীর্বাদিত দিন। ঈশ্বরের সাথে মানুষের মিলন ঘটে। এই মিলন যেন আমরা পরিবারে, সমাজে ও দেশে স্থাপন করি। আমরা যেন মিলনের মানুষ হয়ে ওঠি। খ্রিস্টযাগের শেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার যোসেফ তপ্ন উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান। খ্রিস্টযাগের পর প্রার্থনা ও পবিত্র জল সিঞ্চন করা হয়। দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বরিশালে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০

লিন্টু আন্দ্রিয় হালদার ▮ বরিশালে তিন দিনব্যাপী আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গত ২৭-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়। নগরীর ১৮টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগীতায় ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের প্রায় শতাধিক প্রজেক্ট উপস্থাপিত হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রলয় চিসিম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, বরিশাল। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাদার লাজারুস কানু গমেজ, সভাপতি বিদ্যালয় কার্যনির্বাহী পর্ষদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিস্টার এস্থার ব্যাপারী, সিস্টার ইভন গমেজ, সিস্টার মেরী সিক্তা। ধন্যবাদমূলক বক্তব্য রাখেন ব্রাদার স্যামুয়েল সবুজ বালা সিএসসি। এছাড়াও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

২য় দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রাত্যহিক সমাবেশ, প্রজেক্ট প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। এতে ১৮ বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ৩য় দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী ও র‍্যাফেল ড্র এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

সমাপণী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস আঞ্চলিক পরিচালক বরিশাল ফ্রান্সিস ব্যাপারী, ফাদার অনল টেরেন্স, সিএসসি, সিস্টার মেরী দেবারতি ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের সম্মানিত প্রধান শিক্ষকগণ ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ। বক্তব্যপর্বে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ প্রতিভার বিকাশ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের ক্রেস্ট প্রদান ও পুরস্কার এবং সনদ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার স্যামুয়েল সবুজ বালা সিএসসি। তিনি সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিন দিনব্যাপী আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক ছিলেন ব্রাদার প্রভাত প্লাসিড পিউরিফিকেশন সিএসসি, শিক্ষক এএসএম মাসুম রাহাত ও পংকজ কুমার মন্ডল॥

হলি ক্রশ ব্রাদার ২০০ বছরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বাস্কেটবল টুর্ণামেন্ট –২০২০

ব্রাদার সোহেল পিটার মন্ডল সিএসসি ▮ সেই সাধু যোসেফে'র ব্রাদারদের ২০০ বছরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'সাধু যোসেফ সংঘ প্রদেশ' এর সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে গত ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার এবং শনিবার এক বিশেষ বাস্কেটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়। উক্ত টুর্ণামেন্টে সভাপতিত্ব করেন সাধু যোসেফ সংঘের প্রদেশপাল ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও, সিএসসি।

এই টুর্ণামেন্ট দুই ভাগে অনুষ্ঠিত হয়। আজীবন সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদারগণ দলীয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অপর দিকে ছয়টি গঠনগৃহ যথাক্রমে; পবিত্র ক্রুশ জ্ঞানতপস্যালয়, পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ, নারিন্দা, পবিত্র ক্রুশ জুনিয়রেট, নাগরী, সাধু যোসেফ সেমিনারী, রমনা, অবলেট জুনিওরেট এবং ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী, বান্দুরা।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই ব্রাদার চয়ন ভিক্টর কোড়াইয়া সিএসসি সাধু যোসেফের ব্রাদারদের ইতিহাস, অবস্থান এবং কার্যক্রম সহভাগিতা করেন। এরপর প্রধান অতিথি টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং সকলে পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার জনি ফিন্নি ওএমআই এবং সহযোগিতা করেন ফাদার মিল্টন রোজারিও ও ফাদার কেরোবিম বাকলা।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সকল পরিচালকসহ ব্রাদার সুবল সিএসসি, ফাদার জ্যোতি কস্তা এবং অন্যান্য ব্রাদারগণ, ফাদারগণ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দ দুই দলের খেলোয়াড়দের মেডেল ও ট্রফি হস্তান্তর করেন এবং শেষে ব্রাদার সুবল রোজারিও সিএসসি সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং টুর্ণামেন্টের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে সেমিনার, পুরস্কার বিতরণী ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ ▮ গত ১ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে 'এডুকেশন ওয়াচ' কর্তৃক আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন এবং শিক্ষা-চিন্তা, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা' ও প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনার এবং শিক্ষার্থীদের জন্য 'শুদ্ধ বাংলা বানান' প্রতিযোগিতা, বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী এবং শিক্ষাবিদদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাবিদ ও কবি ড. অগাস্টিন ক্রুজ। প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, সভাপতি, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন বাস্তবায়ন কমিটি। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন-

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর শিক্ষকদের যে কত সম্মান করতেন তা বলে শেষ করার নয়। আমাদের প্রত্যেকের উচিত মাতৃভাষা বাংলাকে মন হতে বলা ও ভালোবাসা। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে এখনই প্রয়োজন গবেষণা করা। ড. অগাস্টিন ক্রুজ তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক ছিলেন। স্বাধীনতার ৪৮ বছর পার হলেও আগামী দিনের নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের বিষয়ে জানা দরকার। অতঃপর 'শিক্ষাবিদ ড. অগাস্টিন ক্রুজকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। সবশেষে, প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ও সভাপতি। অতঃপর সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মো: খলিলুর রহমান॥

সাভার ক্যাটানিয়ান এসোসিয়েশন এর শুভ উদ্বোধন

শংকর হেনরী গমেজ ▮ গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সাভার ক্যাটানিয়ান এসোসিয়েশনের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি জন হোগান, প্রেসিডেন্ট সেন্ট্রাল কাউন্সিল, বিশেষ অতিথি জন রেয়ার ডিরেক্টর ডেভেলপমেন্ট এরিয়া, ইউজিন দাস, ডেভেলপমেন্ট এরিয়া রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সেভার ডি'সুজা ক্যাটানিয়ান অব আনদ্রেরী ভাইস-প্রেসিডেন্ট। খ্রিস্টযাগের পর ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর মিলনায়তনে জুয়েল সিরিল কস্তার সঞ্চালনায় সভাটি শুরু হয়। সাভার ক্যাটানিয়ান এসোসিয়েশন উদ্বোধন ঘোষণার পর প্রেসিডেন্ট প্রভাত ডি' রোজারিও'র সঞ্চালনায় এসোসিয়েশনের প্রথম সভা হয়। নতুন এই এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন প্রভাত ডি' রোজারিও, ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রদীপ লিনুস রোজারিও, সেক্রেটারি জুয়েল সিরিল কস্তা, ট্রেজারার নূমান কুইয়া, মেম্বারশীপ অফিসার শংকর হেনরী গমেজ, চেম্বারলেন জন গমেজ, মার্সাল এডুয়ার্ড গমেজ। এছাড়া ২৫জন সদস্য রয়েছেন। প্রভাত ডি' রোজারিও বলেন, সাভার ক্যাটানিয়ান এসোসিয়েশন ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে পরিচালিত হবে। ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে নিজেদের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আগত অতিথিদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন। এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী দিগন্ত গমেজ এবং মেম্বারসীপ অফিসার ইভান্স ইমন রায়। ধন্যবাদ বক্তব্য প্রদান করেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রদীপ লিনুস রোজারিও। দুপুরের খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য কুমারী মারীয়ার কাছে প্রার্থনা

হে মারীয়া, আশা ও পরিত্রাণের চিহ্ন হিসেবে
আমাদের জীবনপথে তুমি অনবরত দ্যুতি ছড়াও,
রোগিদের স্বাস্থ্য মা মারীয়া, আমরা তোমার উপর
আমাদের আস্থা রাখি।

বিশ্বাসে অবিচল থেকে, ক্রুশের তলায় তুমি যিশুর
বেদনার সহভাগি হয়েছিলে,
তুমি, রোমের নাগরিকদের মুক্তি, তুমি জানো
আমাদের কি প্রয়োজন!

আমরা নিশ্চিত যে, তুমি আমাদের প্রয়োজন মিটাবে,
কেননা গালিলির কানানগরে তুমি তা করেছিলে,
বর্তমান সময়ের কঠিন পরীক্ষার পর, আনন্দ ও উৎসব
ফিরে আসুক।

ঐশ ভালবাসার মাতা, পিতার ইচ্ছায় নিজেকে মানিয়ে
নিতে ও যিশু আমাদের যা বলেছেন তা করতে
আমাদের সাহায্য করো।

যিশু, যিনি নিজের কাঁধে আমাদের কষ্টগুলো তুলে
নিয়েছেন এবং দুঃখভোগ করেছেন
তিনি তাঁর ক্রুশের মাধ্যমে আমাদেরকে তাঁর
পুনরুত্থানের আনন্দে নিয়ে যাবেন।

হে পুণ্যময়ী ঈশ্বর জননী, তোমার আশ্রয়ে আমরা
সুরক্ষা চাই;
হে মহিমান্বিত ও ধন্যা কুমারী, আমাদেরকে প্রতিটি
বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে ও সকল পরীক্ষা হতে রক্ষা
করতে আমাদের অনুরোধ তুমি অবজ্ঞা করো না।
আমেন॥

বিপদনাশিনী মা মারীয়া
আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো।

- মূল প্রার্থনা : পোপ ফ্রান্সিস, ১১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

BOOK POST

ঐশধামে যাত্রার ৭ম বার্ষিকী

প্রয়াত পিটার রোজারিও
জন্ম : ১৪ মে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০ এপ্রিল ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত আগাথা রোজারিও
জন্ম : ২২ জানুয়ারি, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৮ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় বাবা ও মা,

বাবা তোমাকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলার ৬ষ্ঠ বছর পর আমাদের ৮ ভাই-বোনকে এতিম করে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাকে গত ৮ অক্টোবর ঈশ্বর পরম দেশে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলো। বাবা ও মা আমাদের আদর ও ভালবাসা দেওয়ার মত আর কেউ রইলনা। রয়েছে শুধু তোমাদের আদর্শ গুণগুলো, যা আমাদের জীবনে চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে।

তোমরা আশীর্বাদ করো যেন তোমাদের দেখানো পথে চলতে পারি এবং একদিন স্বর্গধামে তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারি। সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর তোমাদের আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

মেয়ে জামাইরা : প্রয়াত নিকোলাস, টমাস, বিমল, মনিল ও ফিলিপ
মেয়েরা : মুকুল, কনক, বাসন্ত, রীনা, রীপা ও সিস্টার অঞ্জনা এমসি
ছেলে : শেখর ভিক্টর ও প্রবীর
ছেলের বউ : সম্পা ও অনিতা
নাতি-নাতনি : রনা, রনি, রুনা, রাখি, চিত্রা, লিটন, লিপি, লাকী, রিকি, রকি, রিয়া, রেক্সি, রিচেল, সুহৃদ, সৈকত, শ্রেয়সী শ্রেয়া, স্মিথ।

মঠবাড়ী, মাল্লা

বিজ্ঞ/৬৫/২০

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

পুণ্য তপস্যাকালের পরেই আসছে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে। আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক-লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) (বুক্‌ড)	=	২৫,০০০ টাকা
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) (বুক্‌ড)	=	১৫,০০০ টাকা
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা

যোগাযোগ করুন – বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : (০১৭৯৮-৫১৩০৪২ - বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org